মূল্য ঃ ৭ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

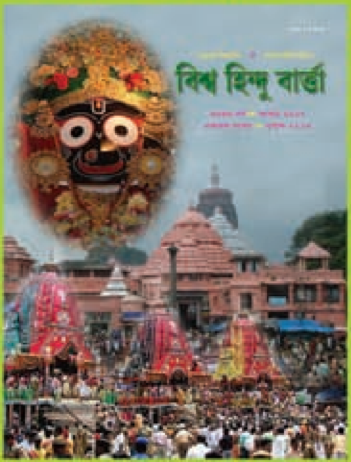

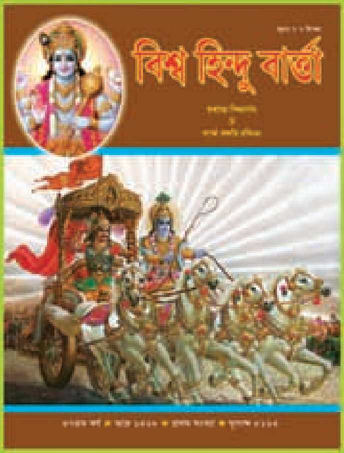

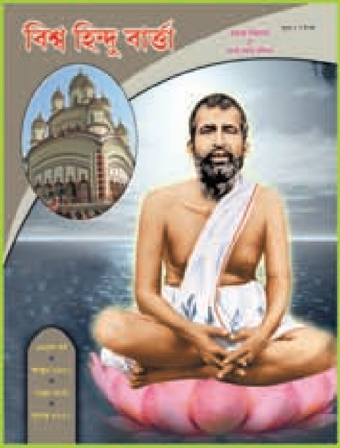

ॐ

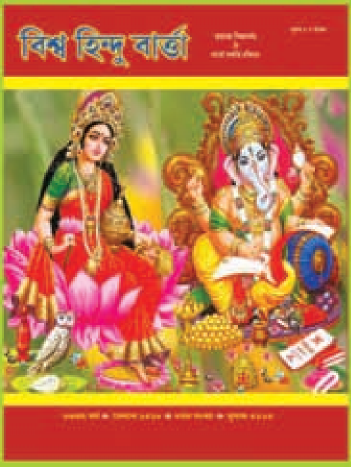

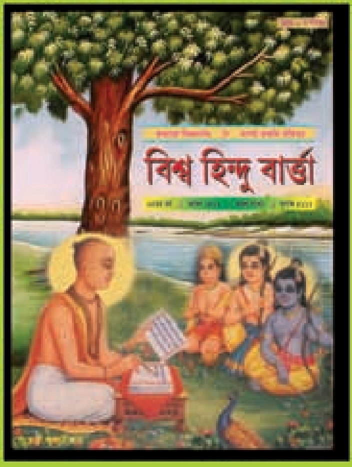

বিশ্ব হিন্দু বার্ত্তা

৩৭তম বর্ষ
*
মাঘ ১৪১৮
*
ষষ্ঠ সংখ্যা
*
যুগাব্দ ৫১১৩

कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं विद्याभ्यासेन जीर्यतः।
दश पूर्वान् दशपरांश्च तद्दानं तारयाति॥

महाभारत और मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस विद्यार्थी–छात्र का उदरस्थ अन्न, जो कि दाता द्वारा दिया गया है, वह विद्या अभ्यास करते–करते पच जाता है, तो उस दाता (खिलानेवाले) के दस पुरुष पूर्व और दस पुरुष पर तथा अपना अर्थात् २१ पुरुष (पीढी) तक तर जाते है।

हमने अन्नपूर्णा अक्षयपात्र योजना शुरु की है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिये मध्याह्न–भोज की व्यवस्था पिछले अक्टूबर २०१० से की गयी है। पिछड़े इलाकों के ४ स्कूलों के १००० बच्चों को प्रतिदिन भोजन करवाया जाता है ताकि वे अधिक मन लगाकर पढ़ सकें। मात्र रु. २०००/- देकर एक बच्चे को साल भर भोजन करवा सकते हैं जिससे उसका, उसके परिवार का व राष्ट्र का तो भला होगा ही आपकी २१ पीढ़ियां भी तर जायेंगी। कृपया अधिक से अधिक बच्चों को इस योजना में अपनाकर सहयोग प्रदान करें। अपना सहयोग **मानव सेवा प्रतिष्ठान** के नाम से चेक द्वारा प्रदान करें।

With best compliments from :

Sri Gopal Jhunjhunwala

Vision Sponge Iron Pvt. Ltd.

227, A. J. C. Bose Road, Block-A, Floor-3, Kolkata-700020

কল্যাণ বাণী

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৫/৫)

—যাঁহাদের অভিমান ও মোহ নাই, যাঁহারা সংসার আসক্তি জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান, যাঁহাদের কামনা নিবৃত্তি হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখ সংজ্ঞক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

গীতা-গঙ্গা-গায়ত্রী
সীতা-সিন্ধু-সাবিত্রী।

: সম্পাদকীয় :

ধেনু-হিমালয়-ভারতী
যত্র হি ভারত-সংস্কৃতিঃ।।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে যে জীবনধারা, যে পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে বৈদিক, সনাতনী, ভারত, আর্য যে নামেই বা যে রূপেই অভিহিত করা হোক না কেন, আজ তাহাই 'হিন্দু' বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত। ''হিমালয়াং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্। তদ্দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে''।। হিমালয় হইতে ইন্দু সরোবর পর্যন্ত দেবতা নির্মিত দেশের নাম হিন্দুস্থান। এই হিন্দুস্থানই ভারতবর্ষ এবং তাহার সন্তানগণ 'ভারতী' নামে পরিচিত। তাহাদের ধর্মই হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম আচার সর্বস্ব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জড় নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি-নীতির যুগোপযোগী পরিবর্তনের জন্য পূর্বে মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, মহর্ষি দেবল প্রমুখ সমাজ সংস্কারদের আবির্ভাব হইয়াছিল। সংস্কারের যাত্রাপথে পরবর্তীকালে মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ, শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, বল্লভাচার্য, নানকদেব, রামানন্দ, তুলসীদাস, সমর্থ রামদাস হইতে শুরু করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ডা. হেডগেওয়ার, শ্রীগুরুজী প্রমুখ মহাপুরুষ ও সন্তদের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা বিভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া হিন্দু সমাজকে অগ্রগতির দিকে আগাইয়া দিয়াছেন। সেই মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে কৃত সংকল্প।

আজ হিন্দু বিরোধী শক্তিগুলি হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। হিন্দু জনগণের দারিদ্র, অ-শিক্ষা, কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া খৃষ্টান মিশনারী ও মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলি সেবার অন্তরালে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করিতেছে। সরকারের ভ্রান্ত, একপেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলাদেশ হইতে ব্যাপক মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে সংকট আরো ঘনীভূত। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হইবে।

গদি বাঁচানর তাগিদে কেন্দ্র সরকার হিন্দু স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া একতরফা মুসলমান ও খৃষ্টানদের তোষণ করিতেছে। তাহাদের সংবিধান বহির্ভূত বাড়তি সংরক্ষণ দিতেছে যাহার ফলে হিন্দুরা শিক্ষা-চাকুরী-ব্যাংকঋণ-ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হইবে। অধুনা সাম্প্রদায়িক ও লক্ষিত হিংসা প্রতিরোধ বিল আনিয়া সরকার হিন্দু জনগণের উপর নানা প্রকার চাপ ও নিয়ন্ত্রণ আনিতেছে যাহাতে তাহাদের সকল সময় সংখ্যালঘু দ্বারা অত্যাচারিত ও বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কায় এবং হীনমন্যতায় ভুগিতে হয়। সরকার দেশের সন্ত ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ও তাহাদের কর্মকর্ত্তাদের গৈরিক সন্ত্রাসবাদী বলিয়া অপপ্রচার করিতেছে। দেশ ও জাতির এই সংকটজনক অবস্থার কথা ভাবিয়া দলমত নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা দেশব্যাপী হাজার হাজার সেবা প্রকল্প, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বরোজগার প্রকল্প, গোরক্ষা ও গো সম্বর্দ্ধন, স্ব-নির্ভর গ্রাম নির্মাণ, বনবাসী কল্যাণ কেন্দ্র চালাইতেছে।

বর্হির্বিশ্বের বহু দেশে ২০ কোটি হিন্দু পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়া আসিতেছে। আজ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, ফিজি, মধ্যপ্রাচ্য ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দু জনগণের উপর অত্যাচার চলিতেছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর নির্যাতন এথনিক্ ক্লিনসিং-এর পর্যায়ে আসিয়াছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিদেশস্থ হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাদের উপর আসা সমস্যাগুলির প্রতিকার করিতে বদ্ধ পরিকর। সহিষ্ণুতা, সর্বধর্ম সমভাব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি লইয়া জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে বসুধৈবকুটুম্বকমের আদর্শে একাত্ম করিয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কৃতসংকল্প। লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু। ❑

With Best Compliments From :

‘BEI’ TRANSFORMERS

BAJARANGBALI ELECTRICAL INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED

134/4, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700007
Phones : 2269-9734, 2269-8826
Telefax : 91-33-22699734

Manufacturers of :

Power, Distribution, Dry Type and Special Type Transformers.
Transformers tested & passed at C.P.R.I., Bangalore for Short Circuit Current and at Jadavpur University for Impulse Voltage Withstand Test.

(Enlisted with M/s. CESC Limited, M/s. N.S.I.C. Limited)

মানসে রম্যতাং নিত্যম্

—*পণ্ডিত প্রভাতরঞ্জন চক্রবর্তী*

"মানসে রম্যতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী।" (কালিদাস) মহাকবি কালিদাস। শাস্ত্রসমূহ রচনাকালের প্রারম্ভে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর কাছে এই বলে প্রার্থনা করেন যে, 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে' —অর্থপূর্ণ বাক্ ও অর্থের যথাযথ প্রয়োগহেতু, সর্বশুক্লা সরস্বতী যেন তাঁর মনোমধ্যে সদা লীলা করেন।

নমস্তে সা বাক্ বাগিনি দেবি বরদে! 'কবি গানের গায়কগণ ও 'তরজা' গানের প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধাগণ বাক্‌দেবীর কৃপা ভিন্ন লড়াই করতে পারেন না। তাঁরা যে, রক্তপাতহীন তর্কযুদ্ধ করেন, তা একমাত্র বাক্‌দেবীর কৃপায়। তর্ক করুন—যুক্তি বলে, অস্ত্র-শস্ত্র বা বাহুবলে নয়। আঁতুর ঘর থেকে শ্মশান ঘর অর্থাৎ জন্ম-মরণ খেলায় তিনি ছাড়া গত্যন্তর নেই। জন্নৎ থেকে দোজাক (স্বর্গ থেকে নরক) সবখানেই বিদ্যার লীলাভূমি। মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের বিদ্যা অনেকের জানা থাকলেও ফুল থেকে মধু সংগ্রহের বিদ্যা মধুপ ছাড়া কারও জানা নেই। পরমহংসদেবের জনৈক শিষ্য তাই বলেছেন—

'রামকৃষ্ণ চরণ সরোজে মজ রে মন মধুপ মোর।' মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের মধ্যে বাহাদুরী থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ফুল থেকে মধু সংগ্রহের বাহাদুরী সমধিক। প্রজ্ঞা হল সেই মধু, যা জ্ঞান ভ্রমর বিদ্যার দেবী সরস্বতীর চরণ কমল থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এটা সুলভ না হলেও একেবারে দুর্লভ নয়। তাই বলা হয়েছে, 'যতন করহ লাভ হইবে রতন। সে কারণে প্রার্থনা করা হয়— 'বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।' তোমায় নমস্কার করি, তুমি বিদ্যা দাও। যা পেলে সব পাওয়া যায়, তাই হল বিদ্যা।

৺শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে, চণ্ডীকে স্তুতি করতে গিয়ে বলা হয়েছে—'বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবী ভেদাঃ।' (১১-৬ অংশ), 'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে। (১১-৭ অংশ) 'বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষু।' (১১-৩১ অংশ)। অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যার মহিমা, সরস্বতী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগত মাধারভূতাং মহাপূর্বামত্র সরস্বতীম্'। বিশ্বমাতা, জ্ঞানময়ী দুর্গাদেবীর দেহ থেকে উদ্ভূতা দেবী সরস্বতী ত্রিজগতের (স্বর্গ-মর্ত-অন্তরীক্ষ্য) আধার স্থল। কৃষকের কৃষি বিদ্যা। শিল্পীর শিল্পবিদ্যা, সংগীতকারের সঙ্গীতবিদ্যা, লেখকের লেখবিদ্যা, সম্পাদকের সম্পাদকীয়ত্ব বিদ্যা, বাদ্যকরের বাদ্য বিদ্যা, ঋষির ঋষিত্ব, মুনির মৌন্যতা, সাধকের সাধনা, যোগীর যোগ, ধ্যানীর ধ্যান, জ্ঞানীর জ্ঞান, গৃহস্থের গার্হস্থ্য, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, মূর্খের মূর্খত্ব—এক কথায়, ভাল-মন্দ সব বিদ্যাই তিনি। তবে আলো জ্বললে যেমন অন্ধকার থাকে না, জ্ঞান জাগলে যেমন অজ্ঞানতা থাকে না, মানবত্ব জাগ্রত হলে যেমন পশুত্ব থাকে না, তেমনি বিদ্যালাভে অবিদ্যা, কুবিদ্যা সরে যেতে বাধ্য হবে। একথা প্রমাণিত সত্য ও পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত। প্রবাদ আছে বলং বলং বুদ্ধিবলম্। একমাত্র বুদ্ধি বলই বল, অন্য সব বল, হয় কুবল বা দুর্বল। শেষোক্ত বল, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, মাৎস্যন্যায়, ন্যায়শাস্ত্র নহে। আমার মতে It is better to serve in Heaven, than to reign in hell. নরকে রাজত্ব করায় যে বল, সে বল অপেক্ষা স্বর্গে দাসত্ব করায় যে বল, সে বল অধিকতর শক্তিশালী। A pen is mighter than sword, একটা কলম একটা তরবারির চেয়ে শক্তিশালী।

কেবলমাত্র বই পড়ে, পুঁথিগত বিদ্যায় জ্ঞানী হওয়া যায় না। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।' আগুনের পরশমণি হল জ্ঞানাগ্নি, তার স্পর্শে মনের কালো ঘুচে যায়, খাদ থাকে না। কালিদাস বলেছেন 'হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে অগ্নৌ বিশুদ্ধি শ্যামিকয়াপি বা'; স্বর্ণের সদোষতা ও নির্দোষতা একমাত্র অগ্নিতেই পরীক্ষিত হয়। It is fire, that the purity or alloy of gold can be tested. 'সর্বং খলু জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—জ্ঞান দ্বারাই সব কিছু সম্পন্ন হয়। 'জ্ঞানেন সম পবিত্রম্ ইহ ন বিদ্যতে।' 'জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।' জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে সব জ্ঞানীর একই মত।

বন্ধু! যে নদী মজে যায়, সে নদী নৌকো করে পার হওয়া যায় না। তা হেঁটে পার হতে হয়। পা গেড়ে যায় কাদায়, অতএব সাবধান। বিদ্যাদেবী অজ্ঞানতা বারিধি পার করবেন ঠিকই, তবে পাথেয় আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে।

শ্রমং বিনা বিদ্যা ন ভবতি—বিনা শ্রমসে নহী মিলে ভারতী—বিদ্যা লাভের তিনটে মাত্র পথ আছে। কৌটিল্য বলেছেন—

গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী ন উপপদ্যতে।।

বিদ্যালাভের প্রথম ও প্রধান উপায় গুরুসেবা। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে গুরু সেবার যে আদর্শ বিদ্যমান ছিল, ঠিক এই সময়ে তা একেবারে উবে গেছে। পুষ্কল অর্থাৎ প্রচুর অর্থ কজনের হাতেই বা আছে, যার বিনিময়ে বিদ্যা কেনা যায়। বিদ্যার বিনিময়ে বিদ্যালাভ। যিনি বিদ্যা দেবেন এবং বিনিময়ে অন্য বিদ্যা গ্রহণ করবেন, তদনুরূপ দাতা ও গ্রহীতার বড় অভাব। 'একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা', এমন বিদ্যা ও বিদ্বান ব্যক্তি কোথায়? আমরা অনেকেই সবজান্তা। সুতরাং সবজান্তা ব্যক্তির কাছ থেকে যে বিদ্যা লভ্য হবে, তা অনেকটাই চিনি দেওয়া জলো দুধের মতো। দুধ পানের বাসনা এতে পূর্ণ হলেও অপুষ্টি থেকেই যাবে। তখন মাথায় খাটো বহরে বড় হয়ে উপহাস্যাস্পদ হতে হবে।

মানুষ মাত্রেই সুখে থাকতে চায়। সুখ যে পায় না, তা নয়, তবে মাঝে মধ্যে সুখটা অসুখে পরিণত হয়। তখন পরিণতি হয় মারাত্মক। চাণক্য বলেছেন—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্ বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি, ধনাৎ ধর্মঃ তত সুখম্।।

সুখলাভের পঞ্চাঙ্গ ধারা। বিদ্যা-বিনয়-যোগ্যতা-ধন-ধর্ম তবে সুখ। এর একটারও ব্যতিক্রম হলে প্রকৃত সুখ হবে না। আবার সুখের প্রকৃত মর্মার্থ না বুঝে সুখভোগ করতে চাইলে সুখে থাকতে ভুতে কিলোয় অবস্থা হবে।

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।।

জ্ঞানী ব্যক্তি ও ধনী ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা চলে না। ধনী ব্যক্তি নিজ স্থানে ধনের জোরে সম্মান কিছুটা পান ঠিকই তবে জ্ঞানী ব্যক্তি স্বদেশে ও প্রবাসে সর্বত্র বিদ্যার জোরে সমাদৃত হন।

বিদ্যা মিত্রম্ প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।
ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রম্ ধর্মোমিত্রং মৃতস্য চ।। (চাণক্য)

বিদ্যা, বিশেষতঃ প্রবাসে, সবচেয়ে বড় বন্ধু, মা গৃহের বড় বন্ধু, রোগীর ওষুধ বন্ধু, আর বিদ্যা মরণশীল ব্যক্তিকে অমর করে রাখে। ইহকালে ও পরকালে যে বন্ধু সেই তো প্রকৃত বন্ধু। Knowledge is power. অনেকে বলেন—বিদ্যা নিয়ে কি ধুয়ে খাব? এ পৃথিবী টাকার বশ। টাকা ছাড়া সব ফাঁকা। লোকে বলে দরিদ্র স্বামী তথা পিতাকে স্ত্রী, পুত্র-কন্যারাও খাতির করে না। কথাটা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

নবদ্বীপ, জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান ছিল একদা। চৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেশব কাশ্মীরি, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, জ্ঞানময় চৈতন্যের জ্ঞানে চৈতন্য লাভ করেছিলেন। পতিত পাবনী গঙ্গা এই স্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিতা। এখানে পুণ্য স্নান করতে আসবেন রাণী, সন্ন্যাসিনী, গৃহিণী, চাকরাণী সকলেই। একদা এক দরিদ্র গৃহিণী চান করে, ভিজে কাপড়ে উঠে আসছেন, একটু জল ছিটকে লাগল রাণীমার গায়ে।

রাণীমা ফোঁস করে উঠে তাকিয়ে দেখলেন—হাতে লাল সুতো বাঁধা, ললাটে সিন্দুর বিন্দু, সীমন্তে সিঁদুর। সধবা হলেও নিরাভরণা। রাণীমা বললেন—আ-মরণ! হাতে শাঁখা জোটে না, লাল সূতো বেঁধেছে। দেমাক দ্যাখো! ঐ মা কিন্তু দেমাক দেখাননি। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন— আমার হাতে এই লাল সুতো আছে, তাই নবদ্বীপের মান আছে। এই বলে চলে গেলেন। অনেকে হাসাহাসি করতে লাগলেন। বিষণ্ণা রাণী মা। ভাবতে লাগলেন, তার হাতের লাল সুতো নবদ্বীপের মান রক্ষাকারী। কোন রকমে গঙ্গাস্নান সেরে, বাড়ি এসে রাজাকে সব কথা বললেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিস্মিত হলেন কিন্তু অবাক হলেন না। সম্মান করতে থাকলেন সেই ব্যক্তির, যাঁর স্ত্রীর হাতের লাল সুতো নবদ্বীপের মান রক্ষা করছে।

বহু অনুসন্ধানের পর খোঁজ মিলল। নির্জন বনপ্রান্তর, ভাগীরথী তীরে বিশাল আশ্রম। খড়ের চাল, বাঁশের বেড়া। অধ্যাপনায় নিরত, গভীর মনোনিবেশের সাথে।

রাজা প্রণাম পূর্বক নিবেদন করলেন, আপনার এত অভাব, অথচ এমন অম্লান হাসি। আমার তো কোন অভাব নেই, বেশ আছি, অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা এই আমার কাজ; বললেন অধ্যাপক।

এত শিষ্যের খাওয়া দাওয়া? রাজা শুধালেন। ওটা ওদের মা, মানে আমার সহধর্মিণী সামলায়। কথোপকথন শুনে মা বেরিয়ে এলেন। রাজা দেখলেন হাতে লাল সুতো বাঁধা। প্রণাম জানাতে মা আশীর্বাদ করলেন। এঁর স্বামী বুনো রামনাথ। তৎকালীন সময়ে এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী। সেদিন রাজ ঐশ্বর্য, জ্ঞানৈশ্বর্যের চরণে মাথা নত করল। বিদ্যার জোরে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের (১ম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য) মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন, নিয়ামত খাঁ হাজী (দিলদার) মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পণ্ডিতসভা ত্যাগ করেন। সত্যই তো- বিদ্যারত্নং মহাধনম্, এখনও কোন কোন মানুষ ভয়ে রাজা- মন্ত্রীদের ভক্তি করেন; আর শ্রদ্ধায় ভক্তি করেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানংলব্ধা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি।।

সুখ লাভের যেমন উপায় জ্ঞান, শান্তি লাভেরও তেমনি উপায় ঐ জ্ঞানই।—সত্যই তো—''জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে ষোল আনাই ফাঁকি।" (সুকুমার রায়)। সুখে-শান্তিতে থাক, এ আশীর্বাদ উঠে গেছে। এখন ধনে-জনে থাক। ভাত ছড়িয়েছেন, কাক তো আসবেই।

বিনা বিদ্যা বৃথা জীবনম; ঐ সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। ঐ সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা" (রবীন্দ্রনাথ)। তবে বিদ্যার বেসাতি নয়, বিদ্যামঠ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্যে চাই বিদ্যা দেবীর আরাধনা। বলতে হবে, 'তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা, শিখিয়ে দে তোর আরাধনা।' এমন কোন গৃহ নেই যেখানে সরস্বতী পূজা হয় না; এমন কোন শিক্ষা নিকেতন নেই যেখানে তিনি আরাধিতা হন না।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী (বাসন্তী পঞ্চমী) তিথিতে মায়ের পূজা। আরাধিতা সা দেবী, ধর্ম অর্থ-কাম-মোক্ষদা চতুর্বর্গ ফলদাত্রী। দেবীর ধ্যান মন্ত্রে বলা হয়েছে—

তরুণ সকলমিন্দোর্বিভ্রতী, শুভ্রকান্তিঃ.....

পুস্তকশ্রীসকলবিভবসিদ্ধেঃ পাতু বাক্ দেবতানঃ।।

বাক্‌দেবী সকল প্রকারে আমাদের পালন (পাতু) করুন। মায়ের কাছে অষ্টসিদ্ধি লাভের প্রার্থনা জানান হয়েছে।

লক্ষ্মী র্মেধা ধরা তুষ্টিঃ গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।

এতাভিঃ পাহি তনুভিঃ অষ্টাভির্মাং সরস্বতী।।

ভেবে দেখুন, এই অষ্টমঙ্গল ব্যতীত আর কি কিছু চাইবার আছে? ইনি শুধু জ্ঞানময়ী নহেন ঐশ্বর্যময়ীও বটেন।

জয় জয় দেবি চরাচরসারে কণ্ঠসুশোভিত মুক্তাহারে।

বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।

দেবীর এই প্রণাম মন্ত্রের সঙ্গে আরও বলা হয়েছে।

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।।

মা! আমাদের অজ্ঞানতা, অশুভ শক্তির নাশ করে আমাদের জ্ঞান দাও, শুভ বুদ্ধি দাও। আমাদের অর্জিত জ্ঞান ও প্রাপ্য শুভ বুদ্ধি যেন সর্বজনের হিতে ও কল্যাণে নিয়োজত হয়। তুমি আমাদের তোমার সন্তানরূপে গড়ে তোল, মানুষ কর।

মা! তুমি আত্মানং নূতনং কৃধি; আত্মানং অভয়ং কৃধি; আত্মানং অমৃতং কৃধি। আবিরাবীর্মেয়েধি, তুমি আমাদের নূতন করে দাও, আমাদের অভয় করে দাও, আমাদের অমৃত করে দাও। আমার মাঝে তোমার প্রকাশ হোক। তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ওঁ শান্তিঃ। ❑

বজরঙ্গ দলের প্রশিক্ষণ শিবির

হাওড়া জেলার আমতায় সরস্বতী শিশু মন্দিরের খেলার মাঠে ২৪শে ডিসেম্বর ২০১১ হতে ১লা জানুয়ারী ২০১২ বজরঙ্গ দলের দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলার ৫৬ জন শিক্ষার্থী এবং ১৬ জন প্রশিক্ষক শিবিরে অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন ভোর ৪টায় জাগরণ ও প্রাতঃস্মরণের পর চলতো শারীরিক অভ্যাস বর্গ। শিবিরে ব্যায়াম, লাঠিখেলা, তীর ধনুক ও বন্দুক ছোড়া, নিযুদ্ধ, বাধা অতিক্রম এবং দেশীয় খেলাধুলো হত যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহসিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও উৎসাহ বাড়ে। দেশভক্তি, রাষ্ট্রভক্তি, হিন্দুত্ব, অখণ্ড ভারত, সমাজ সেবায় তরুণদের ভূমিকা বিষয়ে ভাষণের জন্য এসেছিলেন সংস্কৃত ভারতীর প্রণব নন্দ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্তীয় প্রচার প্রমুখ সুব্রত চ্যাটার্জী, সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক বিজয় কুমার আঢ্য, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিংহ এবং প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্টজন। ৩১ তারিখ সমারোপ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সমবেত শারীরিক প্রদর্শনী দেখার জন্য প্রচুর স্থানীয় নাগরিকদের সমাগম হয়। সরস্বতী শিশু মন্দিরের জন্য জমিদাতা শ্রী চণ্ডীবাবু ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্রী শচীন্দ্রনাথ সিংহ বজরঙ্গ যুবকদের হিন্দু সমাজের সেবা-সুরক্ষার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

With Best Compliments From :

K. MANIBHAI CO.

21, R. N. MUKHERJEE ROAD
2ND FLOOR, POST BOX NO. : 580
KOLKATA-700001
WEST BENGAL, INDIA

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কি ও কেন ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছেন যখনই ধর্মের বিপর্যয় হবে তখনই ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন।

হিন্দু ধর্ম আজ ভারতে লাঞ্ছিত, হিন্দুরা নিজ ভূমে অবহেলিত, উপেক্ষিত, প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে বিতাড়িত। এই যুগে হিন্দুধর্মের সগৌরব পুনঃস্থাপন এবং বহির্বিশ্বে বিস্তার ঈশ্বরের যে শক্তির মধ্য দিয়ে হবে তা সংঘশক্তি—একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সংঘশক্তির অন্যতম পুরোধা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বহিরাক্রমণ,অত্যাচার, অপপ্রচার, স্বার্থান্বেষী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার অসার কথা সত্ত্বেও জগৎ কল্যাণের জন্য হিন্দুধর্ম যে মহানভাবে বেঁচে আছে এবং বিদেশের উন্নত দেশগুলিতে ক্রমশঃ অধিকতর সমাদৃত হচ্ছে, তার কারণ হিন্দুধর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক, উদার, গণতান্ত্রিক এবং আধ্যাত্মিকতার মান অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহর্ষি মনু, বাল্মীকি, ব্যাসদেব, বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, বসবেশ্বর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পবিত্র ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের যে পথনির্দেশ করেছেন, হিন্দুজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় সেই ধারাগুলি বহন করে চলেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংহতি ও ঐক্য এনেছে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে। হিন্দুদের গুণগত ও সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বহির্ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে যোগযোগ করা, বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসেবা ও জনজাগরণ করা, পৃথিবীর সর্বত্র হিন্দুজীবনচর্যা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করাও পরিষদের প্রধান কার্যগুলির অন্যতম।

'হিন্দু' শব্দ কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পরিচায়ক নয়। যিনি ভারতে উদ্ভূত যে কোন ধর্ম, মত-পথ ও উপাসনা পদ্ধতির অনুগামী, তিনি যে দেশেই বাস করুন, তিনিই হিন্দু। সনাতনী, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ,বনবাসী প্রভৃতি সকলেই হিন্দু। কোন ক্রিয়া প্রকরণের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ না করেও যাঁরা নিজেদের হিন্দু মনে করেন এবং হিন্দুজীবন ও আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করেছেন, তিনিও হিন্দু।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা

বৃহত্তর ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে বসবাসকারী কোটি কোটি হিন্দুকে সংগঠিত করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯৬৪ সালের ২৯শে আগষ্ট, বিক্রম সংবৎ ২০১১, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন, মুম্বাইয়ের পাওয়াই নামক স্থানে, সন্দীপনী সাধনালয়ে বিশিষ্ট মনীষীদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইসব মনীষীদের মধ্যে ছিলেন—

১। স্বামী চিন্ময়ানন্দ, আচার্য্য, চিন্ময় মিশন।

২। ডঃ কানহাইয়ালাল মুন্সী, প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় বিদ্যাভবন।

৩। রাষ্ট্রসন্ত শ্রীটুকড়োজী মহারাজ।

৪। শ্রীমাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর—সরসংঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ।

৫। মাষ্টার তারা সিং—শিখনেতা।

৬। জ্ঞানী ভূপেন্দ্র সিং—সভাপতি, শিরোমণি আকালি দল।

৭। ব্রহ্মচারী দত্তমূর্তিজী—মসুরাশ্রম, মুম্বাই ও আরও অনেকে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম সভাপতি হন স্বামী চিন্ময়ানন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক হন শ্রী দাদাসাহেব আপ্তে।

পূজ্য পীঠাধীশ্বর শঙ্করাচার্য্যদের অনেকে, পূজ্য দলাইলামা, শ্রীমৎ স্বামী সত্যমিত্রানন্দ গিরি, জৈনমুনি সুশীল কুমার, লাডাকের প্রধান লামা প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণ পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

প্রথম বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন

১৯৬৬ সালের ২২, ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভের সময় প্রথম বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ২২টি দেশের ২৫,০০০ প্রতিনিধি এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পন্থ, উপপন্থ ও সম্প্রদায়ের সাধু ও গৃহীগণ মহারাজ হর্ষবর্ধনের কালের পর এই প্রথম এক মঞ্চে সম্মিলিত হয়ে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন সহ বহু বিশিষ্টব্যক্তি সম্মেলনের শুভকামনা করে বাণী পাঠান।

দ্বিতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন

১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারী প্রয়াগতীর্থে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে ২৫টি দেশের ৫০,০০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। এই প্রথম জ্যোতিষপীঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য ও পূজ্যপাদ দালাইলামা এক মঞ্চে উপস্থিত হন এবং কাশীর বৈদিক পণ্ডিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে পূজ্যপাদ দলাইলামার অভিষেক করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই, নেপাল নরেশ শ্রীবীর বিক্রম শাহ, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী শিউসাগর রামগুলাম সহ দেশবিদেশের বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। দ্বিতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে বিশেষ ঘোষণা ছিল—**হিন্দু সমাজে কেহই অস্পৃশ্য নয়। ন হিন্দু পতিতো ভবেৎ।** আমরা সকলেই নিজেদেরকে বিশাল হিন্দু সমাজের অঙ্গ বলে গর্ভ অনুভব করি।

তৃতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন—২০০৭

প্রয়াগের অর্ধকুম্ভ উপলক্ষে ১১.১২.১৩ ফেব্রুয়ারী তৃতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ১০০টি দেশ এবং ভারতের ১ লক্ষ গ্রাম থেকে প্রায় তিন লক্ষ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে এই সম্মেলনে ২৫৭৫টি গ্রাম থেকে ৬০০০ প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

হিন্দু ভারত যখন জঙ্গীবাদ, পশ্চিমী সংস্কৃতির আক্রমণ, ধর্মান্তরণ এবং অনুপ্রবেশে যখন এস্ত, মঠ-মন্দিরের আয় ও সম্পত্তির উপর যখন পড়েছে সরকারী কু-দৃষ্টি, ব্যাপক গোহত্যার মাধ্যমে যখন গোবংশ ধ্বংসের খেলায় মত্ত, তখনই হিন্দু জীবন মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগঠিত হিন্দু-শক্তিশালী ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল তৃতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন।

জনজাগরণ

জনজাগরণের উদ্দেশ্যে এবং হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারকল্পে ১৯৬৯ সালে উদিপি, ১৯৭০ সালে কোটা, ১৯৭১ সালে পান্ধারপুর, ১৯৭২ সালে সিদ্ধাপুর, ১৯৭৪ সালে তিরুপতি, ১৯৮০ সালে নওগাঁও ও উজ্জয়িনী, ১৯৮১তে ইম্ফল ও জম্মু, ১৯৮২তে গৌহাটি ও কিষাণগঞ্জ, ১৯৮৩-তে অমৃতসর, মালদহ ও পোর্টব্লেয়ারের আঞ্চলিক হিন্দু সম্মেলনে হাজার হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। এরপরে প্রায় প্রতি বছরেই কোথাও না কোথাও বিশাল আকারের সম্মেলন হতে থাকে।

বিদেশেও ১৯৭৮ সালে শিকাগো, ১৯৮০ সালে ইংল্যাণ্ডে, ১৯৮২ সালে লস এঞ্জেলস, ১৯৮৪ সালে নিউইয়র্ক, ১৯৮৫ সালে ডেনমার্কে প্রবাসী হিন্দু সম্মেলন হয়। কাজের সুবিধার জন্য বিদেশের কয়েকটি দেশ নিয়ে মোট পাঁচটি অঞ্চল গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে ইউরোপীয় হিন্দু সম্মেলন হল জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে। ১৯৯৩ সালে আগস্ট মাসে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে ওয়ার্ল্ড ভিশন ২০০০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে দঃ আফ্রিকার ডারবান শহরে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন হয়েছে।

১৯৮৩ সালে সারা দেশে একাত্মতা যজ্ঞ ও রথযাত্রা হয়। ভারতমাতা ও গঙ্গামাতা শোভিত রথযাত্রায় সারা দেশে হিন্দু ঐক্য এবং অভূতপূর্ব ধার্মিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন : ১৯৮৪ সালে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি যজ্ঞ সমিতি গঠিত হওয়ার পর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পরিষদ্ অযোধ্যার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান মুক্ত করার জন্য ক্রমাগত আন্দোলন করেছে। শ্রীরামজানকী রথযাত্রা, শ্রীরামশিলাপূজন, শ্রীরামজ্যোতিঃ রথযাত্রা, করসেবকদের আত্মবলিদানের ফলে শ্রীরামজন্মস্থানে কলঙ্কচিহ্ন অপসারণের পর ভব্য মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে দিবারাত্রি রামমন্দিরের জন্য পাথর খোদাইয়ের কাজ অব্যাহত।

মথুরা ও কাশী : পরিষদ দ্বারা গঠিত 'ধর্মস্থান মুক্তি যজ্ঞ সমিতি' মথুরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও কাশী বিশ্বনাথের মন্দির বিধর্মীদের কবলমুক্ত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। অযোধ্যার মত মথুরা ও কাশীও হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিষদ আন্দোলনে রত।

সংস্কৃতি রক্ষা যোজনা : মীনাক্ষীপুরমে গণধর্মান্তরণ সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ্ জনজাগরণ অভিযান পরিচলানা করে এবং ধর্মান্তর বন্ধ করার জন্য নিধি সংগ্রহের আবেদন জানায়। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিবেদিত প্রাণ সমাজ সেবক ও ধর্মপ্রচারকদের নিযুক্তি হয়।

শত্রু সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন : ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে হিন্দু সম্পত্তি সেখানকার সরকার আইন করে দখল করার ষড়যন্ত্র করে। তার বিরুদ্ধে পরিষদ সারা দেশে গণ আন্দোলন করে এই আইন অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানায়।

রাষ্ট্রীয় সদ্ভাবনা যাত্রা : ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাব অপারেশন ব্লুষ্টারের পর হিন্দু-শিখ যখন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ

ভাবাপন্ন, তখন সমাজে অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য পরিষদের নেতৃত্বে দেশের বরিষ্ঠ সাধু সন্তগণ সারা পাঞ্জাব প্রদেশ পদযাত্রা করেন। এই যাত্রা হরি-কি-প্যারি (হরিদ্বার) থেকে হর মন্দির সাহিব (অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির) পর্যন্ত ১৫দিন পাঁচশতাধিক সাধু-সন্তগণ ভ্রমণ করে শান্তিবাণী শুনান। ফলস্বরূপ পাঞ্জাবে শান্তি ত্বরান্বিত হয়।

সন্তযাত্রা : ১৯৯৪ সালে সারা দেশে সাধু সন্তগণ ভ্রমণ করেন। সমাজে ধার্মিক বাতাবরণ তৈরি এবং ধর্মহীন রাজনীতি দ্বারা দেশ ও সমাজের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করেন। ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে সাধু সন্ন্যাসীগণ সকলকে সঠিক পথপ্রর্দশন করে এসেছেন সেকথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন।

অমরনাথ যাত্রা : ১৯৯৬ সালে কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা ঘোষণা করে যে, কোনও হিন্দু এবছর অমরনাথ যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই ঘোষণার বিরেধিতা করে পরিষদ সারা দেশে বজরঙ্গ দলের যুবকদের অমরনাথ যাত্রা করার জন্য আহ্বান করে। ফলে ৮০,০০০ যুবক উগ্রপন্থীদের ভয়কে উপেক্ষা করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রমাণ দেন।

দ্বিতীয় একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রা : প্রথম একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রার ১২ বছর (এক যুগ) পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সারা দেশে ভারতমাতা, গোমাতা ও গঙ্গামাতার মূর্তি নিয়ে রথযাত্রার মাধ্যমে জন-জাগরণের ব্যাপক কার্যক্রম সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

গঙ্গা সংরক্ষণ জাগরণ যাত্রা : পতিত পাবনী মা গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষায় পুণ্যসলিলা মা গঙ্গাকে সদাপ্রবহমান রাখার জন্য পরিষদ ১৯৯৭ সালে অক্টোবর মাসে, গঙ্গাসাগর থেকে তীর্থরাজ প্রয়াগ পর্যন্ত ''গঙ্গা সংরক্ষণ জাগরণ যাত্রার'' মাধ্যমে জনজাগরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। মকরবাহিনী মা গঙ্গার মূর্ত্তি শোভিত জলযানে (লঞ্চ) এই জাগরণ যাত্রার নেতৃত্ব দেন হরিদ্বারের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী প্রাক্তন সাংসদ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী মহারাজ। গঙ্গার উৎস মুখ উত্তরকাশী টেহরিতে বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা, গঙ্গার তীরে বড় বড় ৭০০টি কলকারখানার দূষিত বর্জ্য গঙ্গায় ফেলে মা গঙ্গাকে কুলষিত করার বিরুদ্ধে এবং দেশের মানুষকে গঙ্গা জল থেকে বঞ্চিত করে বাংলাদেশের সঙ্গে জলবন্টনের চুক্তির বিরোধিতা করে ব্যাপক জনজাগরণ করা হয়।

অষ্টম ধর্ম সংসদ অধিবেশন : ৫-৭ই ফেব্রুয়ারী '৯৯ গুজরাতের কর্ণাবতী নগরে অষ্টম ধর্ম সংসদ অধিবেশনে সারা দেশ থেকে ৬ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী অংশগ্রহণ করেন। খৃষ্টান মিশনারী দ্বারা বর্তমানে দেশে গণ ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে সাধু সমাজ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে হিন্দু সমাজের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলে সময় দিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া ২০০১ সালের দেবোত্থান একাদশীতে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে বলে সাধু সন্ন্যাসীগণ সমবেতভাবে ঘোষণা করেন।

খালসা পন্থের ৩০০ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সন্তযাত্রা : দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংজীর খালসা পন্থ স্থাপনার ত্রিশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এক সন্তযাত্রার আয়োজন করে। গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মস্থান পাটনাসাহিব (বিহার) থেকে ১৮ই এপ্রিল, '৯৯ সহস্রাধিক সাধু মহাত্মা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় মাসাধিক কাল পরিভ্রমণ করে গুরুদেবের কর্মস্থান তথা খালসা পন্থ স্থাপনা-স্থান আনন্দপুর সাহিব (পাঞ্জাব)-এ পৌঁছায়। পথে সাধু সন্ন্যাসীগণ গুরুদেবের জীবন, বাণী ও খালসা পন্থ স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমানে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য গুরুদেব ৩০০ বছর পূর্বে যে খালসা পন্থ স্থাপনা করেছিলেন বর্তমানেও তা সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ৫৫০-তম জন্ম-জয়ন্তীতে ভাগবত যাত্রা : আসামের শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের ৫৫০তম জন্মজয়ন্তী পূর্ত্তি উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আসাম প্রান্তে এক ভাগবত যাত্রার আয়োজন করে। এই উপলক্ষে চারটি রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি রথ শ্রীশঙ্করদেব রথ বাংলাপ্রদেশের কোচবিহার জেলার মধুপুর ধাম থেকে শুরু হয়। এখান থেকে গত ২৩শে এপ্রিল '৯৯ ভাগবত যাত্রা তথা শঙ্করদেব যাত্রা শুরু করে কোচবিহার জেলায় সারাদিন পরিভ্রমণ করে সন্ধ্যায় আসামের ধুবড়ীর দিকে অগ্রসর হয় এবং ২রা মে আসামের নওগাঁ জেলার বরদোয়া যেখানে শঙ্করদেবের জন্মস্থান সেখানে পৌঁছায় এবং এক বিশাল ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাগবত যাত্রার ফলে কোচবিহার জেলা তথা আসামের অন্যত্র আপামর হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ধার্মিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

রামসেতু আন্দোলন

বিশ্বের বিস্ময়, সমগ্র পৃথিবীর কোটি কোটি হিন্দুর শ্রদ্ধার কেন্দ্র, মানব নির্মিত প্রথম স্থাপত্য ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সংযোগকারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নির্মিত রামসেতু ধ্বংস করার

এক ঘৃণ্য কাজ শুরু হয়েছিল। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা কর্তৃক নির্মিত উপগ্রহ চিত্র প্রমাণ করেছে রামায়ণে বর্ণিত রামসেতুর বাস্তবতা। কেন্দ্রের হিন্দু বিরোধী সরকার বিদেশী স্বার্থপূরণে অনেকগুলি বিকল্প পথ থাকতেও খাল নির্মাণের অজুহাতে প্রাচীনতম এই সেতুটিকে ভেঙ্গে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু দেশের সাধু সন্তদের নির্দেশে 'রামেশ্বরম্ রামসেতু রক্ষা মঞ্চ'-র ব্যানারে এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ভারতব্যাপী চাক্কাজ্যাম কর্মসূচী পালন করে প্রতীকি প্রতিবাদ জানানো হয়। ভারতব্যাপী রামসেতুর ভাসমান শিলা পরিক্রমার কার্যক্রম হয়। ডিসেম্বরে বিশালসভার আয়োজন হয়। এই আন্দোলনের ফলে কেন্দ্র সরকার তার সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়।

মহাসংকীর্তন যাত্রা

প্রেমাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগত কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণ, মহানাম সঙ্কীর্তন প্রচার ও নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে গমনের ৫০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পদচিহ্নিত পথরেখা ধরে ১৯ জানুয়ারী ২০১০ কাটোয়া থেকে প্রারম্ভ হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ পুরীতে মহাসংকীর্তন যাত্রার আয়োজন করা হয়। 'শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি'-র তত্ত্বাবধানে সন্তদের নেতৃত্বে ভব্য মনোজ্ঞ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাংলা ও ওড়িশায় সম্পন্ন হয়।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড আন্দোলন

২২ জুলাই ২০০৮ লোকসভায় যখন এক সাংসদ মন্তব্য করেন যে কাশ্মীরের এক ইঞ্চি জমি শ্রাইন বোর্ডকে দেওয়া হবে না। তার অর্থ অমরনাথ যাত্রা পরোক্ষভাবে বন্ধ করার জন্য মন্তব্য করেন এবং তার প্রতিবাদস্বরূপ কুলদীপ ডোগরা নামে এক ব্যক্তি এক জনসভায় বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। প্রশাসন ডোগরার মৃতদেহকে অত্যধিক অপমান করে। তার পরিণামে জম্মুতে হিন্দুদের মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। অমরনাথ সংঘর্ষ সমিতি গঠিত হয়। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সারা দেশে চাকাজ্যাম ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অমরনাথ যাত্রা বন্ধ হলে হজ যাত্রা বন্ধ করা হবে, একথা ঘোষণা করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লাগাতার আন্দোলন করে। বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ পালিত হয়। ২১ আগস্ট ২০০৮ অমরনাথ যাত্রার জন্য জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক গ্রেপ্তারবরণ করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর সরকার বাধ্য হয় শ্রীঅমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি ফিরিয়ে দিতে। ফলে অমরনাথ যাত্রা স্বাভাবিকভাবে আবার আরম্ভ হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ (আয়াম)-এর বিষয়ের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মপদ্ধতি বিষয়ে কিছু কথা

১। সৎসঙ্গ কেন্দ্র : ধর্ম, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতবর্ষ। কেবলমাত্র আমাদের দেশেই ধর্মের এক পৃথক দৃষ্টিকোণ আছে। স্বামীজী বলেছেন, আমাদের দেশে সবকিছু ধর্মীয় আধারে হয়। সেজন্য পরিষদ্ গ্রামে গঞ্জে শহরে ছোট ছোট সাপ্তাহিক সৎসঙ্গকেন্দ্র গড়ে সেখানে ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-জাতি-সমাজের বিষয়ে সকলকে সচেতন করার আবেদন রাখা হয়। সৎসঙ্গ কেন্দ্রের মাধ্যমে চারটি বিশেষ গুণ নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়। যথা—(ক) দেবভক্তি, (খ) দেশভক্তি, (গ) সেবাভাব ও (ঘ) সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা।

২। বজরঙ্গদল : পরিষদ্ শুধুমাত্র বৃদ্ধদের সংগঠন নয়, যুবকদেরও বিরাট ভূমিকা আছে। যুবকরাই সব দিকের বিপর্যয় থেকে রক্ষা ও হিন্দু সমাজকে গৌরবের উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈদেশিক—সবরকমের যে আক্রমণ আসছে তাকে মোকাবিলা করতে হবে যুবকদের। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে রুখতে হবে। এর জন্য চাই স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিছু নিঃস্বার্থ যুবক। তাই বজরঙ্গ দলের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেবা, সুরক্ষা, সংস্কার এই লক্ষ্য সামনে রেখে বজরঙ্গ দল কর্মরত এবং আখড়া ও মিলনকেন্দ্রে নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা চরিত্র গঠন করে সুষ্ঠ সমাজ গঠনে তৎপর।

৩। দুর্গাবাহিনী : বজরঙ্গদলের অনুরূপ মেয়েদের সংগঠন হল দুর্গাবাহিনী। মা দুর্গার শক্তির অংশ তারা। রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীরাঙ্গনার দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ আদর্শ, সেবা-সুরক্ষা-সংস্কার ও স্বদেশকার্য্যে আত্মনিয়োজিত এই সংগঠন আখড়া ও মিলনকেন্দ্রের শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও দেশ প্রেমের শিক্ষা দেয়।

৪। মাতৃমণ্ডলী : সমাজে ৫০ শতাংশই মা-বোনেদের সংখ্যা। তাঁদের আচার-আচরণ, চালচলন সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের পরিবেশই শিশুদেরকে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক সংস্কার দিতে পারে। তাই ভারতীয় জীবনাদর্শ গঠনে মায়েদের ভূমিকার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একদিকে যেমন তাদের সামনে থাকবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ, তেমনি থাকবে শ্রীশ্রীসারদা মা, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আদর্শ। সাপ্তাহিক মিলনকেন্দ্রের মাধ্যমে কার্য্য বিস্তার।

৫। সমিতি : পরিষদে সমস্ত কাজ সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়ে থাকে। সেজন্য প্রদেশ জেলা, প্রখণ্ড, খণ্ড ও উপখণ্ড সর্বস্তরের সমিতি গঠন করে কার্য পরিচালতি করে। সমিতির ৩ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নতুন সমিতির বা পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে।

৬। বার্ষিক হিতচিন্তক : সারা দেশে প্রতিবছর পরিষদ্ হিতচিন্তক সংগ্রহ অভিযান করে থাকে। হিতচিন্তকদের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে পরিষদের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

৭। সেবা : হিন্দুর কাছে নিঃস্বার্থ সেবাই পরম ধর্ম। পরিষদের সেবা কার্য্য বিষয়টি খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, কোচিং সেন্টার, অবৈতনিক বিদ্যালয়, বালক-সংস্কার কেন্দ্রগুলি এই 'সেবা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া ভাইদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা প্রয়োজন।

৮। ধর্মপ্রসার : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'হিন্দু সমাজ থেকে একজন চলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে একজন হিন্দু কমে গেল, উপরন্তু হিন্দু সমাজের একজন শত্রু বৃদ্ধি হল।' ধর্মপ্রসার বিভাগের কাজ হল ধর্মান্তরণ রোধ এবং ধর্মান্তরিতদের আবার নিজ ধর্মে অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে এসে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। আজ অবধি দেশে প্রায় ২ লক্ষাধিক খৃষ্টান ও মুসলমান হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছেন।

৯। সামাজিক সমরসতা : সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণীর সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন বর্গের লোকেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ তথা সকলেই মূল হিন্দু সমাজের অঙ্গ এইবোধ জাগানো।

১০। ধর্মাচার্য্য : হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন মত ও পথের সাধু মহাত্মাগণকে একই মঞ্চে এনে তাঁদের মাধ্যমে সমাজ জীবনকে উন্নত করা। বিভিন্ন সাধু-মহাত্মাগণকে নিয়ে প্রদেশ ও কেন্দ্রে মার্গদর্শকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন দিকের উন্নতির জন্য মার্গদর্শকমণ্ডলী আচারসংহিতা তৈরি করেছেন।

১১। সংস্কৃত : সংস্কৃত ভাষাই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম মূল উৎস। এই ভাষাকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার জন্য ১০ দিনের 'সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গের' আয়োজন 'ভারত সংস্কৃত পরিষদের' মাধ্যমে করা হয়।

১২। অর্চ্চক-পুরোহিত : ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনে অর্চক ও পুরোহিতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ-জীবনাদর্শ সমাজ জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩। মঠ মন্দির : মঠ মন্দির হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। নূতন মন্দির নির্মাণ কার্য্যে সহায়তা, জীর্ণ মন্দির উদ্ধার, পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সহায়তা করা।

১৪। গো-সংরক্ষণ ও গো-সংবর্দ্ধন : জাতি গঠনে গো-সম্পদ আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশের এক অমূল্য সম্পদ। গো-মাতা আমাদের ধর্ম সংস্কৃতির এবং শ্রদ্ধার মানবিন্দু। তার সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের বিশেষ প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। কেন না ক্রমশঃই বিদেশে গো-পাচার ও নিয়মিত কসাইখানায় গো-নিধনের ফলে গো-সম্পদ্ অনেক কমে গেছে। এতে যেমন শিশু, রোগীদের ও আপামর সর্বসাধারণের পুষ্টিকর সুষম পানীয়ের অভাব ঘটছে, তেমনি ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে চাষবাসের যথেষ্ট ক্ষতি ও উৎকৃষ্ট সারের ঘাটতি সৃষ্টি করছে।

কেবল গো-বধ রোধ করলেই হবে না। গো-সম্পদ সংবর্ধনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনাও নিতে হবে। যেমন—পশুচারণ ক্ষেত্র, ভাল পিজরাপোলের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। প্রত্যেক পরিবারকে গো সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তুলনামূলক বিচারে গো-সেবার দ্বারা প্রত্যেক পরিবার লাভবান্ হয়। তবে কেবল লাভের কথা ভাবলে চলবে না নিঃস্বার্থ সেবার কথাও ভাবতে হবে। এটা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম কর্মসূচী।

গোহত্যা ধর্মীয় কারণে আবশ্যক নয় বলে ১৯৯৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ্ গত সাত বছর সারা দেশে গোহত্যা বন্ধের দাবীতে আন্দোলনরত। ১৯৯৬ সন 'গো-রক্ষাবর্ষ হিসেবে পালন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল।

১৫। ধর্মস্থান মুক্তি : ১৯৮০ সালে পরিষদ দ্বারা ধর্মস্থান মুক্তি যজ্ঞ সমিতি গঠিত হওয়ার পর থেকে পরিষদ সারা দেশে ধর্মীয় স্থানগুলি বিধর্মী বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। ৩০০০ মন্দির বিধর্মীরা দখল করলেও পরিষদ কেবলমাত্র তিনটি প্রমুখ মন্দির—অযোধ্যা, কাশী ও মথুরা হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে আসছে। অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি থেকে কলঙ্ক চিহ্ন

অপসারিত হলেও মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ এখনও বাকি। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি ও কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির এখনও উদ্ধার হয়নি। এছাড়াও সরকার বড় বড় মঠ-মন্দির অধিগ্রহণ করেছে। যেমন—তামিলনাড়ুর তিরুপতির মন্দিরের ও জম্মুর বিখ্যাত বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের সমস্ত সম্পদ সরকারী কোষাগারে জমা হচ্ছে। পরিষদ এগুলির প্রচণ্ড বিরোধিতা করে মঠ মন্দির সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখার দাবি করে চলেছে।

১৬। প্রচার, প্রকাশন ও সাহিত্য ভাণ্ডার : প্রচারের মাধ্যমেই কাজের প্রসার ও অগ্রগতি দ্রুততর হওয়া সম্ভব। তাই পুস্তকাদি প্রকাশ, নানা স্থানে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমগুলির যথাযথ বিবরণ পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তুলে ধরা এবং নানাভাবে প্রচারের জন্যই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য জেলায় জেলায় সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্র, কোনও অনুষ্ঠানে সভা-সমাবেশ -মেলা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

১৭। আজীবন হিতচিন্তক : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ্ সারা দেশব্যাপী ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ যোজনা গ্রহণ করেছে। ১০,০০০ পূর্ণকালীন কার্য্যকর্তা দেশব্যাপী প্রস্তুত করা হবে, যারা ধর্মপ্রচারক হয়ে সমাজের জন্য কাজ করবে। এই সমস্ত পূর্ণকালিকদের যোগক্ষেম এর জন্য আজীবন হিতচিন্তক সংগ্রহ করা হচ্ছে সারা দেশে। ১১ হাজার, ৫১ হাজার ও ১ লাখ টাকা দিয়ে আজীবন হিতচিন্তক করার কাজ চলছে। দেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জ খৃষ্টান মিশনারী ও মুসলিম মৌলবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এনেছে তার মোকাবিলা করতে, সমাজকে অটুট রাখতে ও দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে আজীবন হিতচিন্তক অভিযানের সফলতা জরুরী।

সারা বিশ্বের ৮০টি দেশে কোটি কোটি হিন্দুরা বহুকাল ধরে বসতি স্থাপন করে আসছে। কিছু কিছু দেশে হিন্দুদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। দেশে হিন্দুদের এথোনিক ক্লিন্সিং করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ কিছু কিছু দেশে ভারতীয় ছাত্রদের উপর অত্যাচার এমনকি হত্যা করা হচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিদেশস্থ হিন্দু ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করে চলেছে যাতে তারা সামাজিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়।

বিদেশ : বিদেশে বসবাসকারী হিন্দু ছাত্র যারা ভারতে শিক্ষালাভ করছে বা যে সমস্ত ছাত্র বিদেশে অধ্যয়ন করছে তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা। বিদেশে বসবাসকারীদের তালিকা ঐ স্থানের বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে দেওয়া এবং ভারতে যারা আগত তাদের তালিকা নিয়ে যোগাযোগ করা। ছাত্র ছাড়াও অনেক ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের সাথেও অনুরূপভাবে যোগাযোগ করা। ❑

কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন

- ☞ সাপ্তাহিক ‘সৎসঙ্গ কেন্দ্রে’ সবান্ধবে অংশগ্রহণ করা।
- ☞ নিজ নিজ এলাকায় ‘বালক সংস্কার কেন্দ্র’ পরিচালনা করা।
- ☞ নিজ নিজ এলাকায় ‘মাতৃ সম্মেলনের’ আয়োজন করা।
- ☞ জন সম্পর্কের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় দান।
- ☞ দরিদ্র ও অবহেলিত বন্ধুদের জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সংস্কার কেন্দ্র স্থাপন।
- ☞ নিজ নিজ পরিবারে দৈনন্দিন কার্য্য ধর্মীয় সংস্কারের উপযোগী করা।
- ☞ নিজেদের ব্যবহারে ‘হিন্দু’ হওয়ার গৌরবের পরিচয় দেওয়া।
- ☞ হিন্দু সমাজের উপর বিভিন্ন দিক হতে যে আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র চলছে তার সম্পর্কে সজাগ হয়ে অপরকে সচেতন করা।
- ☞ সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব সুদৃঢ় করা।
- ☞ ধর্মান্তরিত ভাইদের স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযোগী অনুকূল মানসিকতা গঠন করা।
- ☞ নিজ আয়ের শতকরা একভাগ সমাজ কল্যাণকর কার্য্যের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে দান করুন।
- ☞ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিতচিন্তক হউন ও অন্যান্যদের হিতচিন্তক করুন।
- ☞ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা পড়ুন ও পড়ান। বিশ্ব হিন্দু বার্তা (বাংলা মাসিক) বার্ষিক শুল্ক—৮০ টাকা, আজীবন—১০০০ টাকা।

With best compliments from :

SUNRISE FOODS LTD.

AE-340, Sector-1, Bidhan Nagar

Kolkata-700064

With Best Compliments From :

TODI INVESTORS

AUTOMOBILE FINANCER
&
ESTATE DEVELOPER

225D, A. J. C. BOSE ROAD
KOLKATA-700020

PHONE : 2302 5160-164, 2280 9030/31
FAX NO. : 2287-6329
E-mail : todiinvestors@yahoo.co.in

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

উত্তরে হিমালয় ঘেঁষা ডুয়ার্সের চা বাগান, অরণ্য আর দক্ষিণে সমুদ্র নদী সুন্দরবন মাঝে গঙ্গা বিধৌত অঞ্চল বারেন্দ্র রাঢ় মল্লভূমি নিয়ে খণ্ডিত বাংলা। দেশ বিভাজনে নীলকণ্ঠ। কোটি কোটি শরণার্থী বাঙালী হিন্দু, লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী আর বিহারী মুসলমানের চাপে পিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চিন্তায় জর্জরিত। অনেক কিছু হারিয়ে বাঙালী হিন্দু ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের বস্তুবাদী গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত। ধর্মের জন্য প্রাণ আর ইজ্জত বাঁচাতে পালিয়ে আসা বাঙালী হিন্দুদের সর্বাহারাবাদী বটিকা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের পাঁচন দিয়ে বুঁদ করে রেখেছে। এই পটভূমিকায় কাজ শুরু করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত প্রথম হিন্দু সম্মেলনের সময় থেকে। আজ একটিও পঞ্চায়েত এলাকা নেই যেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য সহযোগী নেই। এমন একটিও প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বা মঠ নেই যেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে পরিষদের কাজের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম যাঁর নাম নিতে হয়, তিনি হলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম কার্যকারিণী সমিতির সভাপতি রমাপ্রসাদের উপরে ভার পড়ে পরিষদের সংবিধান রচনা করার। ভারতীয় যাদুঘর ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এবং প্রায় ১৫/২০টি সংস্থা ও সংগঠনের বিভিন্ন পদের অধিকারী রমাপ্রসাদের সহযোগিতায় শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই। তবে প্রথম সমিতি গঠিত হতে অনেকটা সময় লেগে যায়। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দাদাসাহেব আপ্তে এবং রমাপ্রসাদের চেষ্টায় প্রথম সমিতির সভাপতি হলেন বিচারপতি দীপনারায়ণ সিন্‌হা। সহ সভাপতি শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ড. সীতানাথ গোস্বামী, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসরদারীলাল বনসাল, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৬৬ সালে প্রথম বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে ৮০ জন প্রতিনিধি এই প্রদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে তিন শত বছরের এক প্রাচীন শিব মন্দির সংস্কারের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা। তখন ১৯৭১ সাল জুন মাস। দাদাসাহেব উপস্থিত হলেন। পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এসে পড়ল। ইতিমধ্যে জেলায় সমিতি কাজ শুরু করে। বিচারপতি সিন্‌হার দেহাবসানের পর আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক, সংগঠন সম্পাদক হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক, ভারতীয় জনসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীরামপ্রসাদ দাস। সংগঠন এবার গতি পেল। কার্যালয় চালু হয়েছিল এর আগেই ১০নং কিরণশঙ্কর রায় রোডে, ডালহৌসী পাড়ায় একটি ছোট ঘরে। সেখান থেকে এল ২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। শ্রীরামপ্রসাদ দাসের সংগঠন কুশলতায় জেলায় জেলায় গঠিত হল সমিতি। প্রতিটি সমিতিতে শিক্ষাবিদ্, আইনজীবি ব্যবসায়ী প্রভৃতি ভিন্ন স্তরের ব্যক্তি নিযুক্ত হলেন।

প্রদেশের প্রথম সংগঠন সম্পাদক শ্রীরামপ্রসাদ দাস কাজ শুরু করেন ১৯৭২ সাল থেকে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মকুশলতার জন্য খুব কম সময়ের মধ্যে রাজ্যের জেলা ও মহকুমা স্তরে কার্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। শুরু হয় মেদিনীপুর জেলায় গোপালীতে বহুমুখী সেবা প্রকল্প। দায়িত্ব পড়ে বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবালকৃষ্ণ নায়েকের উপর। আমেরিকায় এম. ই. পাশ করেও অর্থের হাতছানি উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক রূপে দেশসেবায় তিনি নিযুক্ত হলেন। শ্রীদাসের আকস্মিক মৃত্যুর পর সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীবালকৃষ্ণ নায়েক। সাধারণ সম্পাদকের পদে কয়েক বছর কাজ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী। এই সময় থেকেই শুরু হল জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান সীমান্তে দুর্গম এলাকা হাতিপোতা মন্দিরের কাজ।

উত্তরবঙ্গে হাতিপোতায় শিব মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ১৯৭৫ সালে এলেন দাদা সাহেব, শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। শিলিগুড়ি-মালদহ থেকেও পরিষদের কর্মীরা এসে হাজির হলেন। স্থানীয় নেপালী সাহেব সিং রাই, রঘু রাই ও জেঠাসাহেব কর্মীদের সবরকমের সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন। চা বাগানের অফিসার শ্রীসুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, হাতিপোতা পোষ্ট অফিসের মাষ্টারমশাই মণিদা প্রমুখের অভুতপূর্ব সাহায্য পাওয়া গেল।

এখানেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পরাবর্তনের কাজ শুরু হয়। খৃষ্টান মিশনারীদের প্রলোভনে দলে দলে চা-বাগিচা শ্রমিকেরা ধর্মান্তরিত হয়ে পড়ত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে পরাবর্তন করে। শুধু তাই নয় ধর্মান্তরিত পাদ্রীই সপরিবারে হিন্দু ধর্মে ফিরে এলেন। মিশনারীরা সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে হাতি দিয়ে নব্যহিন্দুদের ভেঙ্গে দিল। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এরপরে ৭৭১ জন হিন্দুকে নিজধর্মে ফিরে আসেন। আধুনিক শিক্ষিত, মধ্যবয়সী হাতিপোতার স্বামীজি কখনও সাইকেলে, কখনও ঘোড়ার পিঠে দূর দূরান্তে দুর্গম পাহাড়ি-বনাঞ্চলের বসতিতে গিয়ে ধর্মপ্রসার, চিকিৎসা ও নামগানের মাধ্যমে অবহেলিত ভায়েদের পাশে দাঁড়ান।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গে শ্রী বালকৃষ্ণ নায়কের নেতৃত্বে খড়গপুর আই আই টির কাছে গোপালীতে কয়েক বিঘা জমি নিয়ে কল্যাণ আশ্রমের কাজ শুরু হল। আই আই টির অধ্যাপক থেকে ছাত্ররাও এসে কাজে সাহায্য করতে থাকেন। কাছেই মিলিটারী ক্যাম্প। সেখান থেকেও সাহায্য আসতে থাকে। তরুণ সদ্য ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা যুবক সঞ্জয় কুমার বোস দিবারাত্র পরিশ্রম শুরু করে দেন। আর এক যুবক সমীর গিরি সাঁওতালী ভাষাও শিখে চালাতে থাকেন নৈশ বিদ্যালয়।

পরিষদের দ্বিতীয় প্রদেশ সভাপতি ছিলেন ডঃ দুর্গাদাস বসু, যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবিধানবেত্তা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, শাস্ত্রবেত্তা, লেখক ও বাগ্মীরূপে পরিচিত। পরে অধ্যাপক ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী বাচস্পতি সভাপতি এবং সহসভাপতি হিসেবে কাজ করেন শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেশ্বর সামন্ত। সাধারণ সম্পাদকের পদে দীর্ঘ কয়েক বছর কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের সদস্য হন এবং প্রদেশের ধর্ম প্রসার প্রমুখের দায়িত্ব নেন। সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন ডঃ প্রীতিমাধব রায়। সরকারী পদ হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি পূর্ণ সময়ের জন্য পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সহ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরীজীবী শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন মজুমদার। কার্যালয়ের দায়িত্ব নেন আর এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরীজীবি শ্রীশিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী।

সহ-সংগঠন হলেন সম্পাদক শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্তী, এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন শ্রীসত্যনারায়ণ ভাগচাঁদকা। শ্রীনায়েক ও শ্রীচক্রবর্তী সমগ্র প্রদেশে ভ্রমণ করে পরিষদের কাজকে অত্যন্ত ব্যাপক করে তোলেন।

১৯৭৪ সালে কাঞ্চী কামকোটীর শঙ্করাচার্য শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজের উপস্থিতিতে পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় একটি মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ধর্মসভায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ২০ জন ধর্মাচার্যসহ পরিষদের বহু হিতচিন্তক ও শুভানুধ্যায়ীগণ সমবেত হন। ইতিপূর্বে প্রদেশের ধর্মীয়সভায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এতজন সাধু মহাত্মা কখনও একত্রিত হননি।

১৯৭৯ সালে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে এই প্রদেশ হতে ১৫০০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন, ঐ সময় শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের অখিল ভারতীয় জয়গুরু সম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী, ইস্কন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গীতাপ্রচার মণ্ডলী, প্রেম মন্দিরের ধর্মাচার্যগণ ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এরপরে প্রদেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে, মঠ-মন্দিরে, সন্ত-সাধু-সমাজের সহিত পরিষদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

১৯৮৫ সালে সারা প্রদেশব্যাপী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০তম আবির্ভাব বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা প্রদেশে ধমীর্য় সভা, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভার আয়োজন করে। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আয়োজিত ধর্মসভায় বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মাচার্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন স্থান হতে বড় বড় ধর্মীয় শোভাযাত্রা ঐস্থানে মিলিত হয়। প্রায় ৬ হাজার নরনারী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইসময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, পাঠবাড়ী আশ্রম, মহামিলন মঠের বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ পরিষদের পাশে দাঁড়ান। উত্তর কলকাতার শ্যাম স্কোয়ারে এবং মহম্মদ আলি পার্কে তিন দিন ব্যাপী দুটি ধর্মসভায় হাজার হাজার ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মানুষ সমবেত হন। স্বামী সত্যমিত্রানন্দ গিরি, স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ, স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ ঐ সকল ধর্মানুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

(২) জনজাগরণ ও সংস্কৃতি সুরক্ষা যোজনা কর্মসূচী প্রদেশে সফলতার সহিত পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ৭০০ গ্রামের ১ লক্ষ ২০ হাজার জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ২০ হাজার হ্যান্ডবিল, ১ লক্ষ ৮০ হাজার ফোল্ডার, ৫৫ হাজার পোস্টার, ৫০টি সিনেমা স্লাইড ও

৭৩টি জনসভা হয়।

(৩) একাত্মতা যাত্রা : ১৯৮৩ সালে এই ঐতিহাসিক যাত্রায় গঙ্গাসাগর তীর্থ হতে কপিল রথ রুদ্রনগর, কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার, কলকাতা, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, খড়গপুর চাকুলিয়া হয়ে বিহারে প্রবেশ করে। এই রথের যাত্রা গুজরাটের সোমনাথে শেষ হয়। পূজ্য স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ (ভোলাগিরি আশ্রম), পূজ্য স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ একাত্মতা যাত্রায় উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন। প্রদেশের ৮০টি স্থানে মোট ২০ লক্ষ নরনারী এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে সমবেত হন। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার এবং হাওড়া ময়দান রথের অধিবাসের দিনে উৎসবের চেহারা নেয়। ধর্মীয় প্রদর্শনী, সংকীর্তন, সভা, ভারতমাতার আরাধনা ও পবিত্র গঙ্গাজল সংগ্রহ ও পুষ্পার্ঘ প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে প্রচুর জনসমাগম হয়। রথ প্রমুখ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় (গঙ্গাসাগর হতে চাকুলিয়া পর্যন্ত) ভারতমাতার পূজা করতেন। নবদ্বীপ হতে শ্রীচৈতন্য রথ খড়গপুরে এসে কপিল রথের সহিত মিলিত হয়।

(৪) ১৯৭৪ সালে ভূটান সীমান্তে হিমালয়ের পাদদেশে হাতিপোতায় পরিষদ কর্তৃক নির্মিত শিব মন্দিরের উদ্বোধন করেন দাদা সাহেব আপ্তে (স্বর্গীয়)।

(৫) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞা এম. এস. শুভলক্ষ্মীর ধর্মীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে পরিষদের সেবা প্রকল্পের শুভারম্ভ হয়।

(৬) বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিবাদে বার বার পরিষদ বিক্ষোভ জানিয়ে আসছে। শত্রু সম্পত্তি আইন রদের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত এরশাদ সরকার শত্রু সম্পত্তি বিল রদ করেন। অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য পরিষদের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণ সীমান্তের উপর নজর রেখে চলেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানী খান সেনাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে বহু নরনারী পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করে এদেশে চলে আসে। পরিষদ এই সময় হরিদাসপুর, গেঁড়াপোতা, বনগাঁ সীমান্তে উদ্বাস্তুদের খাদ্য বস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে ত্রাণের ব্যবস্থা করে। পুরোধা হলেন শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। বহু দূর দূর গ্রামাঞ্চলে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে তিনি এই কাজ করেছেন।

রামশিলা পূজন : ১৯৮৯ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সমগ্র রাজ্যে ব্যাপকভাবে শ্রীরামশিলা পূজন সংগঠিত হয়। বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি কম্যুনিষ্ট দল কিছু কিছু বিরোধিতা করলেও পরিষদের কুশলী কর্মীদের তৎপরতায় এবং রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে রামশিলা পূজন সর্বত্র নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরাম শিলা অযোধ্যায় প্রেরিত হয়। কলিকাতা ময়দানে তিন দিন ব্যাপী রামশিলা পূজন সমারোহ উৎসব পালিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রখণ্ড হতে পূজিত শিলা উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে পূজিত শিলাও এই মণ্ডপে আনীত হয়। সমগ্র প্রদেশে ৩৮২টি প্রখণ্ডের ৫০৩৮টি উপখণ্ডের ১৪৩৬টি গ্রাম ও ২৮৮টি শহরে ৫,৭৬,০০০ জন পুরুষ ও ২,৭৮,০০০ জন নারী রামশিলা পূজা করেন।

দ্বিতীয় একাত্মতা যাত্রা শুরু হয় অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ২টি বড়যাত্রা, ৬টি উপযাত্রা এবং ৮০টি ছোটযাত্রা। ১৫০০টি স্থানে গঙ্গাকলস পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরাম মহাযজ্ঞ : ১৯৯৮ সালের ১৪ জানুয়ারী হতে ১১ ফেব্রুয়ারী '৯৮ পর্যন্ত ১২৭টি স্থানে শ্রীরাম মহাযজ্ঞ এবং ২৭টি ধর্মানুষ্ঠানে ৫৪জন সাধু-সন্ত এবং প্রায় ৩৬ হাজার ভক্ত যোগ দেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক দৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ দুটি প্রান্ত। উত্তরবঙ্গে একল বিদ্যালয়, রামকথা ও হরিকথা বাচক প্রশিক্ষণ এবং পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা গ্রামগুলিতে রামকথা-হরিকথা প্রচার এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

সংস্কৃত প্রচার : গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দশ দিনের কথ্য সংস্কৃত শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ : প্রাথমিক পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ এবং দুর্গাপুজা, কালীপূজা প্রভৃতির শিক্ষাণ-অভ্যাস ব্যবস্থা প্রায় প্রতি বছরেই চলে।

বজরঙ্গ-দুর্গাবাহিনী : প্রতি বছরেই হয় প্রশিক্ষণ শিবির। কয়েক হাজার তরুণ তরুণী প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে সমাজ রক্ষায় কটিবদ্ধ হয়।

ধর্মাচার্যসম্পর্ক : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত মত ও পন্থের সাধুসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৬/৭ শত সাধু-সন্ত পরিষদের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

পরাবর্তন : মোট প্রায় ১৫,০০০ জন খৃষ্টান ও মুসলমান হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। অধিকাংশ সাঁওতাল, বনবাসী এবং উপেক্ষিত বন্ধুরাই যাঁরা একসময় হিন্দু ধর্ম হতে চলে গিয়েছিলেন তাঁরাই পরাবর্ত্তিত হন। আজ পর্যন্ত ২৫৩২ জন মুসলমান এবং ২৪০ জন খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন।

গঙ্গাসাগর : বিগত প্রায় ৩২ বৎসর যাবৎ গঙ্গাসাগরে প্রতি বছরই তীর্থযাত্রীদের জন্য সেবাকাজ চলে আসছে। তীর্থযাত্রীদের আবাস, চিকিৎসা, প্রসাদ বিতরণ, যাত্রী পরিসেবা প্রভৃতি মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নান উপলক্ষে আয়োজিত হয়। কোলকাতার ময়দানেও প্রায় ২২ বছর ধরে তীর্থযাত্রীদের জন্য গঙ্গাসাগরের অনুরূপ শিবির চলে প্রায় ৭দিন ব্যাপী। সাগরে পরিষদের একটি স্থায়ী কার্যালয় ও যাত্রীসেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

একল বিদ্যালয় যোজনা (এক শিক্ষক এক স্কুল) বনবন্ধু পরিষদের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ১৭৬৩টি একল বিদ্যালয় চলছে। শিক্ষা সংস্কার, এবং গ্রামবিকাশ এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে স্বাস্থ্য সচেতনার কাজ করে চলছে একল বিদ্যালয়ের আচার্য আচার্য্যা এবং পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যগণ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেবল ভারত নয় সারা বিশ্বের হিন্দুদের জন্য চিন্তাভাবনা এবং তাদের হিতকারী কার্যকলাপ করার জন্য সর্বজন পরিচিত একটি সংগঠন। আজ হিন্দুত্বের জাগরণ সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ‘কৃন্বন্তো বিশ্বমার্য্যম’, এবং বসুধৈব কুটুম্বকম-এর লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাজ করে চলেছে। আসুন, আমরা সকলে মিলে পরিষদকে আরও মজবুত এবং শক্তিশালী করি।

আপনি কি জানেন?

- ভারতে বর্তমান সময়ে ৮০ হাজার খৃষ্টান মিশনারী এবং লক্ষাধিক তবলীগী (ইসলাম প্রচারক) ধর্মান্তরণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজে লিপ্ত।
- প্রায় ৩ কোটি বাংলাদেশী মুসলিম-অনুপ্রবেশকারী রেশনকার্ডধারী এবং ভারতের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।
- প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা খৃষ্টান ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ভারতে সেবা ও ধর্মীয় কাজের নামে খরচ করে।
- ভারতে ৪৫টি জেলাকে মুসলিম বহুল জেলা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেখানে ইসলামী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- জাতীয় সড়ক, রেলওয়ে স্টেশন ও রেললাইনের ধারে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেআইনিভাবে বহু মাদ্রাসা, মাজার ও দরগা তৈরি করা হচ্ছে।
- ব্যাপক পরিমাণে গো-হত্যা ও গো-পাচারের ফলে কৃষি ও অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে ও দুগ্ধ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।
- খ্রিষ্টান মিশনারীগুলি সংঘবদ্ধভাবে ভারতে প্রত্যেক গ্রামে চার্চ ও এবং প্রত্যেকের হাতে বাইবেল এই লক্ষ্যে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে।
- উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা খৃষ্টান ল্যান্ড গঠনের ষড়যন্ত্র করছে।
- মিশনারী দ্বারা হিন্দু সংগঠনগুলিকে বদনাম করার জন্য বহু স্থানে চক্রান্ত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মঠ, মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করেছে।
- গঙ্গার নির্মল পবিত্র ধারাকে বন্ধ করার জন্য টেহরী (উত্তর কাশী)তে বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে।

শোক সংবাদ

কোচবিহার জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি শ্রী চৈতন্য দে গত ২৮/১২/২০১১ তারিখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।—সম্পাদক

সামাজিক পরিবর্তনে সেবার ভূমিকা

১৯৬৪ সালের জন্মাষ্টমীর দিন যে সংগঠনের বীজরোপণ হয়েছিল আজ তা বিশ্ব ব্যাপী বিরাট বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। বর্ত্তমানে এর অনেক শাখা প্রশাখা দশ দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে। যার দ্বারা হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মত পন্থের মানুষ একাত্ম হয়ে বহুবিধ সমস্যার নিরাকরণের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পূজ্য সন্তদের নেতৃত্বে কিভাবে কাজ করে চলেছে তা আমাদের জানা আবশ্যক। পরিষদের দ্বারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কার্যক্রম আন্দোলন হয় যা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক উন্নতির কথা চিন্তা করে বিবিধ আয়ামের দ্বারা রাষ্ট্রকে পরমবৈভবের শিখরে নিয়ে যাওয়ার সতত প্রয়াস চলছে। যেমন যেমন কাজ বাড়ছে আরম্ভ করা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ (আয়াম)। পরিষদের কার্যকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত সেবা কাজের মর্মার্থ ও কিছু পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা হল—

সেবা কেন?

আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতি ও বর্গহীন সমাজ নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইনও তৈরি হয় কিন্তু পরিণামে জাতি বিহীনতার পরিবর্তে জাতিভেদগত চেতনা আরও বেড়েছে। বেড়েছে জাতিগত ভেদাভেদ। ২০-২৫ কোটি মানুষ যারা আমাদেরই মত রক্ত মাংসের গড়া তারা দুর্বল, দরিদ্র, অশিক্ষিত আজ সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এই সব পিছিয়ে পড়া বর্গের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের লক্ষ্য। সেবা ওদের সাথে সম্পর্ক করার এক মাধ্যম। সেবার মাধ্যমে ওদের শিক্ষিত করা, মনের মলিনতা দূর করা, উদ্যোগের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সকলের দুঃখ মেটানো এবং ভালবাসার সাথে কর্তব্য বোধ জাগানো।

বিশ্বহিন্দু পরিষদ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজে ব্রত। সমস্ত হিন্দু সমাজ বিশাল এক পরিবার। কেউ উচ্চ নীচ বা অস্পৃশ্য নয়। এই অনুভূতি জাগানো আমাদের মহান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি রাষ্ট্র কার্য্যের জন্য সহযোগী হয় তবেই 'পরমবৈভব' এর স্বপ্ন সাকার হবে। যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, সমগ্র শরীরের জন্য কাজ করে। প্রত্যেক অঙ্গের সুস্থতা এবং সক্রিয়তা ও দুর্বলতার প্রভাব পুরো শরীরের ওপর পড়ে। সমাজের কোন অঙ্গ যেন দুর্বল না থাকে এই বিচার আবশ্যক। সব একে অন্যের পরিপূরক। উদাহরণ, কোন ভক্তের মনে হল সে বৃন্দাবন গিয়ে ভগবান কৃষ্ণের দর্শন করবেন। কিন্তু মন কি দর্শন করাতে পারবে? দর্শনের জন্য চোখ চাই। কিন্তু চোখ কি বৃন্দাবন নিয়ে যেতে পারবে? নিয়ে যাওয়ার জন্য পা আছে। যদি পা বলে যে দর্শন করার জন্য তো মন ও চোখ চাই। আমার কি প্রয়োজন? তাহলে কি ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে? যদি চোখ বলে যে দর্শন করতে হলে আমি মন্দিরেই চোখ খুলব, তাহলে পা কি যেতে সমর্থ হবে? পায়ে কাঁটা ফুটেছে হাত ভাবছে দর্শন চোখ করবে, পা নিয়ে যাবে, আমার কি কাজ? পাঁয়ে কাঁটা ফুটলে হাত কাঁটা বের করে দেবে। পায়ে ব্যথা হলে চোখেও তার অনুভব হয়—জল বেরিয়ে আসে। শরীর সুস্থ থাকার জন্য সব অঙ্গই সুস্থ থাকা প্রয়োজন। কোন অঙ্গ নিষ্ক্রিয় হওয়া মানে পক্ষাঘাত হওয়া। সম্পূর্ণ সমাজকে একসঙ্গে গাঁথার জন্য সমাজ সংগঠনের প্রয়োজন। এর জন্য সেবা সব চেয়ে বড় যোগসূত্র। কিন্তু সেবা আমাদের অন্তিম লক্ষ্য নয়। সামাজিক পরিবর্তন করা হল—সেবার লক্ষ্য। গরীব, অশিক্ষিত ব্যক্তিও দেশভক্ত হতে পারে। যে সমাজ থেকে নিচ্ছি সেই সমাজকে কিছু দিই—এই ভাব জাগানো সেবা বিভাগের কাজ।

সেবার মানসিকতা নির্মাণ :

সেবা কাজের জন্য সর্বপ্রথম চাই সেবা কাজের উপযোগী ব্যক্তি। চাই সেবা কার্যের জন্য রুচি এবং কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা। ভগবান মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ দিয়েছেন তা হল সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার স্বভাব। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে সংবেদনশীলতা থাকে। অপরের কষ্ট দেখলে স্বাভাবিকভাবেই এক অনুভূতি হয়। রাস্তায় চলতে চলতে সামনের কোন লোক যদি হোঁচট খায় তো শরীরে একটা শিহরণ হয় এবং মুখ থেকে 'ও' শব্দ বেরিয়ে আসে। টিভিতে সিরিয়াল দেখছি, জানি টিভি বন্ধ হয়ে গেলে কিছুই থাকবে না তবুও চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। কারুর কান্না দেখলে আর চোখে জল ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এ সবই হৃদয়ের সংবেদনা।

সেবার কথা শুনে এবং পড়ে এক রকম অনুভূতি হয়। প্রত্যক্ষ দেখলে আরও অধিক পরিমাণ হয়। এইরকম

দৃশ্যানুভূতি অনেক মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে। সিদ্ধার্থ থেকে ভগবান গৌতম বুদ্ধ। স্বামী অখণ্ডানন্দ বেলুড়মঠ ছেড়ে সারগাছিতে মঠ বানিয়ে থাকলেন। গরীব লোকেদের সেবায় নিজেকে লাগিয়ে দিলেন।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বাবাসাহেব দেশপাণ্ডে। সরকারি চাকুরী করতেন। মধ্যপ্রদেশের যশপুর নগরে প্রত্যন্ত গ্রামে তিনি সরকারি কাজে গেছেন। একটি বনবাসী গ্রামে জলতেষ্টা নিবারণের জন্য একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খাবার জল চাইলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাবাসাহেব আরো জোরে আওয়াজ দিতে ভেতর থেকে একটি মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ''বাবু আপনাকে জল না দিতে পারায় আমি অপরাধী কারণ আপনার সামনে আসার মত বস্ত্র আমার শরীরে নেই। যেটুকু ছিল তা পরে একজন বাইরে গেছে। বাবাসাহেব চমকে উঠলেন। লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্রও আমরা ব্যবস্থা করতে পারছি না। একটি বাড়িতে দু জনের জন্য কেবল একটিমাত্র কাপড়! বাবাসাহেব চাকুরী ছেড়ে দিয়ে যশপুর নগরে সমাজ উন্নয়নের কাজে, দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে সারা জীবন লাগিয়ে দিলেন।

অন্য আর একটি উদাহরণ। চেন্নাই শহরে এক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ওর পুত্রের বিবাহ ঐ রকম ধনী পরিবারে হয়েছিল। পুত্রের মদ্যপানের এত তীব্র অভ্যাস ছিল যে সেই কারণে ওর মৃত্যু হল। পুত্রবধূ মর্মাহত হল। এই ঘটনায় ওর মনে এই চিন্তা এল যে আমার মত কত অসহায় বোন এই কারণে কষ্ট পাচ্ছে এবং আমার মত এই দিন দেখবে। এই জন্য সে এমন একটি চিকিৎসার শুরু করল যেখানে মদের নেশা-মুক্তির প্রয়াস চলল। ওর যা সম্পত্তি ছিল সব লাগিয়ে দিল। এই অভ্যাস ছাড়ানর জন্য নেশাগ্রস্ত রোগীদের দিনরাত সেবা করতে লাগল। চোখের সামনে ঘটনা ঘটায় বৈভব বিলাসের মধ্যে বড় হওয়া ঐ পুত্রবধূর জীবনে কত পরিবর্তন এল।

এমন প্রত্যক্ষ দেখার ফলে সেবার মানসিকতা তৈরি হয়। সেইজন্য সেবা বস্তিতে গিয়ে সমাজের অন্যবন্ধু, মা-বোনেদের প্রত্যক্ষ স্থিতি দেখা উচিত। সকলের মধ্যে সেবাভাব জাগানো আমাদের কাজ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তার বহুমুখী সেবা ও সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে সেবাব্রতী নির্মাণের কাজ করে চলেছে। প্রচারের আড়ালে থেকে তারা 'নর সেবাই নারায়ণ সেবা' এই ব্রত নিয়ে সমাজরূপী পরমেশ্বরের নিরন্তর সেবা করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা কাজ

''নরসেবাই নারায়ণ সেবা'' এই কথার বাস্তব রূপ দিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিবিধ প্রকার সেবা প্রকল্প পরিচালনা করে চলেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে সব সেবা প্রকল্প এবং সেবা কর্ম চলছে তার বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল। সেবা প্রকল্প—১. গোপালী আশ্রম (খড়্গপুর), ২. জালাবেড়িয়া আশ্রম (দঃ ২৪ পরগনা) ৩. ঝাড়গ্রাম আশ্রম ৪. শ্রীদুর্গা সেবাশ্রম (ফুলেশ্বর, হাওড়া), ৫. আমতা (হাওড়া জেলা), ৬. কৃষ্ণনগর ৭. গঙ্গাসাগর ৮. পোদড়া (হাওড়া), ৯. ফারাক্কা, ১০. কোলকাতা, ১১. লালপুর বোদড়া (মালদা), ১২. ভগবানপুর (পূর্ব মেদিনীপুর) ১৩. পুরুলিয়া ১৪. বাদামীদেবী শিশুকল্যাণ কেন্দ্র (মল্লিক ফটক, হাওড়া)।

সেবাকাজের প্রকার ও তার সংখ্যা—স্কুল-১১, ছাত্রাবাস-৫, কোচিং সেন্টার-১৬, লাইব্রেরী-৬, বালক সংস্কার কেন্দ্র-৫, চিকিৎসা কেন্দ্র-৩৮, গোশালা-২, মন্দির-৫, সেলাইকেন্দ্র-৪, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৪, অন্নদান কেন্দ্র-৩, একল বিদ্যালয়-১৭৬৩, অনাথালয়-১।

সেবা, সংস্কার ও স্বাবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিরলসভাবে প্রচারের আড়ালে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সেবা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

ফারাক্কায় হিন্দু সম্মেলন ও বনভোজন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ফরাক্কা প্রখণ্ডের উদ্যোগে ২০১১ সালের হিন্দু সম্মেলন ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয় ২৫/১২/২০১১ রবিবার ফরাক্কা ব্যারেজ তালতলা সংলগ্ন শিব মন্দির প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকান্ত সাহা, ফরাক্কা প্রখণ্ডের সভাপতি, অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় বিশ্ব শান্তি যজ্ঞের মাধ্যমে। পরিচালনা করেন শ্রীমৎ স্বামী কৃপানন্দ মহারাজ। মনোজ্ঞ ভাষণ দেন শ্রী রোহীনী প্রসাদ পারামানিক। গোরক্ষা প্রমুখ শ্রী অঞ্জন বিশ্বাসের একটি পঞ্চগর্বের একটি ওষধের ষ্টল হয়। এতে সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের শেষ এক সঙ্গে ২৫০০ জন সদস্য পংক্তি ভোজন করেন। সমস্ত কাজের পরিচালনা করেন ফরাক্কা প্রখণ্ডের সম্পাদক শ্রী দেবব্রত ঘোষ (রানা) ও কোষাধক্ষ্য শ্রী সুকদেব ভকত।

কেন্দ্রীয় প্রন্যাসী মণ্ডল ও কেন্দ্রীয় সমিতির বৈঠক

১৬ হতে ১৮ই ডিসেম্বর ২০১১ কেরলের কোচি শহরে হিন্দু সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতি ও প্রন্যাসী মণ্ডলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যত কার্য বিন্যাসে উচ্চ পর্যায়ের যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয় যেগুলি হল—

এতদিন যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে গত ৩০ বছর ধরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু আন্দোলন করে এসেছেন, যিনি সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিষদকে এক বিশিষ্ট মাত্রায় উন্নীত করেছেন, সেই ৮৫ বর্ষীয় প্রবীণ নেতা ও হিন্দু হৃদয় সম্রাট শ্রী অশোক সিংহল অধিক বয়স ভারে ক্রমশঃ ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়ায় সংগঠনের সভাপতির পদ হতে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন।

প্রবীণভাই তোগাড়িয়া

চম্পত রায়

শ্রী অশোক সিংহলের স্বেচ্ছাবসর। রাঘব রেড্ডি হলেন আন্তর্জাতিক সভাপতি। শ্রী চম্পত রায় আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক। ডা. প্রবীণভাই তোগাড়িয়া কার্যকরী সভাপতি। শ্রী অশোক চৌগলে কার্যকরী সভাপতি (বিদেশ বিভাগ)। সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) হলেন দিনেশ চন্দ্র।

রাঘব রেড্ডি

অশোক চৌগলে

এখন হতে পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি পদে আসীন হলেন শ্রী রাঘব রেড্ডী। অন্ধ্রপ্রদেশের এই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জি. পুল্লারেড্ডীর সুযোগ্য সন্তান।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সেক্রেটারী জেনারেল ডা. প্রবীণভাই তোগাড়িয়া উন্নীত হলেন পরিষদের সাংগঠনিক স্তরে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকলাপ দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী সভাপতি (ভি. এইচ. পি. অন্তর্দেশীয়) পদে উন্নীত হলেন মুম্বাই প্রদেশের কুশলী কার্যকর্তা শ্রী অশোক চৌগলে।

আর এক অত্যন্ত সফল সংগঠক শ্রী চম্পত রাই, যিনি অযোধ্যার রাম জন্মভূমি আন্দোলনের মুখ্য সংযোজক ছিলেন, এখন থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক পদে উন্নীত হলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হলেন দিল্লীর সফল কার্যকর্তা দিনেশ চন্দ্র যিনি সংগঠনের কাজ দেখাশোনা করবেন।

প্রস্তাব ঃ ওবিসি কোটা হতে ৪.৫ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও প্রন্যাসী মণ্ডল (ট্রাস্টি বোর্ড) কেন্দ্র সরকার কর্তৃক ঘোষিত মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্য বাড়তি বিশেষ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছে। শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র সরকার বেপরোয়া ভাবে মুসলমান তোষণ করে চলেছে। ওবিসি শ্রেণীভুক্ত হিন্দু দেশবাসীর জন্য যে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি এতদিন চালু ছিল সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার ঐ কোটা হতে ৪.৫ শতাংশ কেটে তা মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ দিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ অগণতান্ত্রিক, অসংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক। এতে হিন্দুরা শিক্ষা, চাকুরী, ব্যাংক ঋণ, ট্রেড লাইসেন্স, সরকারী অনুদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু যুবক-যুবতীরা বেকার হয়ে পড়বে। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা তালিকায় উচ্চে থাকলেও শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে স্বল্প মেধাবী মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে।

অপরদিকে তপসিলি ও জনজাতিভুক্ত হিন্দু জনগণ যে সংরক্ষণ পেয়ে আসছিলেন তাতে খৃষ্টানদের যুক্ত করায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তীব্র প্রতিবাদ করছে। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে পরিষদের আহ্বান যে সাচার কমিশন ও মিশ্র কমিশনের ভ্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে হিন্দু জনগণের স্বার্থ সঙ্কুচিত করে যেভাবে মুসলমান ও খৃষ্টানদের সুবিধাদি দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যে **হিন্দু রোটি ও শিক্ষা বাঁচাও** আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তাতে দলমত নির্বিশেষে সমর্থন দিন।

ডা. তোগাড়িয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সার্বিকভাবে হিন্দু সমাজকে সুরক্ষা দিতে এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশে এবং ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে গণসচেতনা বৃদ্ধিতে কৃতসংকল্প।

প্রস্তাব ঃ চীন সম্পর্কে হুসিয়ারী

অন্য এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে চীন ভারত তথা সমগ্র দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কাছে ক্রমশঃ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ভারতের সমগ্র হিমালয় অঞ্চল তাদের বলে দাবী জানাচ্ছে চীন। আন্তর্জাতিক সীমারেখা তারা মানছে না। ভারতের উত্তর সীমা বরাবর চীন সড়ক ও রেলপথ বিস্তার করেছে। বিপুল পরিমাণ পণ্যাদি সস্তায় পাঠিয়ে চীন ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। আবার ঐসকল পণ্যের বিক্রয় অর্থ ঘুর পথে মাওবাদী ও অন্য উগ্রপন্থীদের অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের জন্য চলে যাচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা নদীগুলির উপর চীন বাঁধ নির্মাণ করে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ রোধ করতে চাইছে যাতে ভারতের কৃষি, শিল্প, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। লাদাক, অরুণাচল প্রদেশ, আকসাই চীনের বিশাল ভূমিখণ্ড এখন চীনের দখলে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চীন সড়ক নির্মাণে সহায়তা দিচ্ছে। চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করেছে। অর্থাৎ ভারতের সার্বভৌমত্বের পক্ষে চীন ক্রমে ক্রমে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে যেমন করে তারা ১৯৬২ সালের চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রস্তাবে চীনের তৈরী দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার আহ্বান জানান হয়েছে।

প্রস্তাব ঃ কেরলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও মুসলমান-খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ।

কেরলে দিনের পর দিন হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং মুসলমান ও খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এর জন্য দায়ী হল কম্যুনিষ্ট ও মুসলমান। কমুনিষ্টরা তাদের নাস্তিক ও ভোগবাদী নীতি প্রচার করে হিন্দু সমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নষ্ট করছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হতে আসা বিপুল পরিমাণ পেট্রো ডলারের সাহায্যে কেরলের হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করছে মুসলিম ও খৃষ্টান মিশনারীরা। লাভ জিহাদের নামে বহু হিন্দু তরুণীদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে মুসলমান যুবকেরা ফুঁসলে বিয়ে করছে এবং তাদের ধর্মান্তরিত করে বিদেশে চালান দিচ্ছে। এই রাজ্যের হিন্দু জনগণ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিচ্ছে। ঐ সঙ্গে পরিষদ সকল হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আহ্বান জানাচ্ছে এবং পরামর্শ দিচ্ছে যে যদি কোন হিন্দু উপরোক্ত কোন সংকট বা সমস্যায় পড়েন অর্থাৎ মুসলিম বা খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন তাঁরা যেন পরিষদের হিন্দু হেল্প লাইনের সহায়তা নেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ২০১১

সৎসঙ্গ বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সৎসঙ্গ বিভাগের উদ্যোগে গত ১২ হতে ১৭ই সেপ্টেম্বর অখিল ভারতীয় সৎসঙ্গ বর্গের আয়োজন হয়। অনুবর্তী প্রয়াস হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাটক, পূর্ব ও পশ্চিম অন্ধ্র এবং পশ্চিম উড়িষ্যা, এই পাঁচ রাজ্যে দেড় দিনের প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয়

যেগুলিতে ২৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ধর্ম যাত্রা মহাসঙ্ঘ : হরিদ্বার এবং শুক্রতালে গঙ্গা অবতরণ মহোৎসবহ মহাসমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। নির্জলা একাদশীর দিন ১০টি রাজ্যে মিষ্টি জল বিতরণ করা হয়। কৈলাশ মানস সরোবর তীর্থযাত্রীদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। হরিদ্বার হতে দিল্লী পর্যন্ত বাঁকে গঙ্গাজল নিয়ে যাওয়ার সময় পুণ্যার্থীদের সারা রাস্তায় নিঃশুল্ক চিকিৎসা ও পরিষেবার জন্য চলমান চিকিৎসালয় এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্মপ্রসার বিভাগ এর উদ্যোগে ২০১১ সালের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে সারা দেশে ৮৬৮৬ জন খৃষ্টান এবং ৩২৬৭ মুসলমান মোট ১১৯৫৩ জনকে শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়। জুলাই হতে নভেম্বর পর্যন্ত ৯৯টি গ্রামে ৬১২ খৃষ্টান ও ১৪৩টি মুসলমান পরিবারের মোট ২২৮৬ জনকে হিন্দু ধর্মে পুনরায় গ্রহণ করা হয়।

ব্যাওরে বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে এক কলসযাত্রায় ৫০০০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। দেশের ৩২৮টি স্থানে ধর্মপ্রসার প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয় যেগুলিতে মোট ২৬৩৪ জন কার্যকর্ত্তা অংশগ্রহণ করেন। গুজরাটের আমেদাবাদে অখিল ভারতীয় কার্যকর্ত্তা মহাসম্মেলন হয় ৫ হতে ৭ই নভেম্বর। ঐ সম্মেলনে ৬৪২ মহিলা ও ১৯০০ পুরুষ কার্যকর্ত্তা এবং ৯২ জন সন্ত উপস্থিত ছিলেন। ঐ শহরে নারীশক্তি মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক অনুষ্ঠানে ১৩০০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মাচার্য সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের আলন্দী ও পণ্টরপুরে সন্ত চিন্তন বর্গ হয়। উত্তর পূর্ব প্রান্তের চিন্তন বর্গে ২১ জন সত্রাধিকারী, ১৫ জনজাতির সন্ত এবং ২১ জেলার ৭০ জন সন্ত উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম মহারাষ্ট্র, পূর্ব অন্ধ্র, উৎকল প্রদেশে মার্গদর্শক মণ্ডলের বৈঠক হয়। বিহার রাজ্যের সিমরিয়া ঘাটে অর্দ্ধকুম্ভের আয়োজন করা হয় যেখানে ৮০ জন সন্ত ৮ হাজার কল্পবাসী এসেছিলেন। সিমরিয়া কুম্ভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনে ৫০ জন সন্ত ও ১০ হাজার কল্পবাসী অংশগ্রহণ করেন। ওড়িশার ঢেংকানালে আয়োজিত সন্ত সম্মেলনে ৩৫০ জন সন্ত ও ৫০০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

গোরক্ষা ঃ হরিয়ানাতে গোপাষ্টমী উপলক্ষে সওয়া এক লক্ষ চল্লিসা পাঠ হয়। অন্ধ্র প্রদেশে আয়োজিত গোপাষ্টমী উৎসবে ৬৫০০ গোভক্ত সম্মিলিত হন। হরিয়ানা পুলিশের সাহায্যে ১২৯ জন গো পাচারকারীকে কারাগারে পাঠানো হয় এবং ৪৫০ জনের উপর মামলা রজু করা হয়। অখিল ভারতীয় গোরক্ষা প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয় দেওলাগারে যেখানে ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সংস্কৃত ঃ সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। দেশের সরকার এই ভাষাকে মৃতভাষা বলে অপপ্রচার করলেও এই ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই ভাষার উন্নতি সাধন এবং ব্যাপক প্রচার-প্রসার এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কথ্য ভাষায় সংস্কৃত প্রশিক্ষণ চালু করে এই ভাষার গরিমা বৃদ্ধিতে তৎপর। তিরুপতির ৫টি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কৃতজ্ঞ উপাচার্য্যদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানানো হয় এবং বিদ্বৎ সভার আয়োজন করা হয়। বিজয়ওয়াড়াতে শিক্ষক সম্মান সমারোহে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ২১ জন বিদ্বানকে সম্মানিত করা হয়। অযোধ্যায় সান্দীপনী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান এবং শ্রীরাম বেদ বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে ৩০০ বৈদিক পণ্ডিত এসেছিলেন। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গকে ২৫টি স্ট্যাডি গ্রুপে ভাগ করে মনোজ্ঞ চর্চ্চা সত্র হয়।

সামাজিক সমরসতা বিভাগের উদ্যোগে "হিন্দবঃ সোদরাঃ সর্বে ন হিন্দু পতিতো ভবেৎ" এই আদর্শ নিয়ে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করার কাজ চলছে। মহাকৌশল প্রান্তের কটনী শহরে আয়োজিত সমরসতা অভিযানে ৯০০ জনের বেশি অংশগ্রহণ করেন। ছত্তিশগড় রাজ্যের মজোন্ডা-কন্ডোগাঁও জেলার বস্তারে শরদ পূর্ণিমার দিন মহাধুমধাম সহকারে মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী পালিত হয়। পূর্ব অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়াতে সমরসতা যজ্ঞ এবং এই উপলক্ষে ১৫০০ জন মানুষ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক সঙ্গে বসে ভোজন করেন। সমী জাতি গোষ্ঠীর ১০৮ নবদম্পতি যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। **সমন্বয় মঞ্চের উদ্যোগে** নাগপুর, সিমলা, মেহসানা, শম্ভাজীনগর, নাভিয়াদ, নাসিক প্রভৃতি স্থানে বর্ষ প্রতিপদ উপলক্ষে (বিক্রম সম্বতের প্রথম দিন; সাধারণতঃ ১লা চৈত্র) নব বর্ষাভিনন্দনের নানান উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শম্ভাজী নগরে গণতন্ত্র দিবসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে ভারত মাতার পূজায় যোগ দেন। নাগপুরে হোলি পূর্ণিমার দিন হোলিকা দহনে বহু বর্ণের মানুষের ঢল নামে। শিখ সঙ্গত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের একত্রিত করে

হোলি মিলন অনুষ্ঠান ধুমধামের সহিত পালন করে।

সেবা বিভাগ : সেবার মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করা যায়। সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভিন্ন সেবা প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন। পরিষদ দ্বারা পরিচালিত ছাত্রাবাসগুলির ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য গত বছর ৭টি স্থানে শিবির করা হয়েছিল। ১৩টি প্রান্তের ৩৪টি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ৪৮৫ বালকের তিন দিবসীয় শিবির হয়। ২০১২ সালের ১১, ১২ ও ১৩ই মে অখিল ভারতীয় সেবা কার্যকর্ত্তাদের একটি সম্মেলন হবে যাতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সেবা কার্যের পরিকল্পনা করা হবে। বাঁসবাড়া পরিযোজনার উদ্যোগে ৬ই ডিসেম্বর এক ভজন মণ্ডলীর আয়োজন করা হয় যাতে ১২ হাজারের উপর হিন্দু জনজাতিবন্ধু একত্রিত হন। এই সম্মেলনে ধর্মান্তরণ রোধ, হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশ-ধর্ম ও সমাজের সেবার নিমিত্ত পরিবারগুলি হতে আশ্রমগুলিতে বালকদের শিক্ষার জন্য পাঠান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য বাঁসবাড়া পরিযোজনা দ্বারা মিজোরাম ও ত্রিপুরাতে ২০৩টি বিদ্যালয় চলছে। এই বছর আরো ২৭টি বিদ্যালয় তৈরি করা হবে।

মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুটি প্রধান বিভাগ যার মাধ্যমে মায়েদের এবং বালিকাদের একত্রিত কার হচ্ছে। মাতৃশক্তি স্ত্রী ভ্রূণ হত্যা, মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, পণপ্রথা ও মহিলাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনজাগরণের কাজ করছেন। শিশুদের পরিচর্যা এবং যোগ্য সংস্কার দেওয়ার জন্য মায়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পুণে, নাগপুর, গোয়াতে মহিলা সম্মেলনে প্রবীণভাই, অনিরুদ্ধ দেশপাণ্ডে, প্রমিলাতাই প্রমুখ বিদগ্ধ কার্যকর্ত্তাগণ দিক নির্দেশ দেন। মহিলাগণ যাতে সাম্প্রদায়িক এবং লক্ষিত হিংসা প্রতিরোধ বিল ২০১১ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হন তার জন্য অন্ধ্র ও উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি শিবির হয়। এই শিবিরগুলিতে ২৫০০ জন মহিলা যোগ দেন। পূর্ব অন্ধ্রপ্রদেশে বটলক্ষ্মী ব্রত পূজন উপলক্ষে ২৩০ স্থানে ১২৬১৫ জন মহিলা কার্যকর্ত্রী অংশ নেন। দুর্গাবাহিনীতে রয়েছেন তরুণী-কিশোরী মেয়েরা। তাদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক মিলন কেন্দ্র রয়েছে। অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় দুর্গাবাহিনী শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩০টি প্রান্তের ১৯৮ জন অংশগ্রহণ করেন। দুর্গাষ্টমী কার্যক্রমে পূর্ব অন্ধ্রে ১৬৫ স্থানে ১৬৮৯৭ এবং মধ্যপ্রদেশের ১২০টি স্থানে ২২৫০ জন মহিলা যোগ দেন।

বজরঙ্গ দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুবক দলের সংগঠন। রামমন্দির আন্দোলন, রামসেতু রক্ষা অভিযান, কাশ্মীর বাঁচাও অভিযান, সামাজিক সুরক্ষা ও সমরসতা স্থাপন, এবং প্রতি বছর অমরনাথ যাত্রা ও বুড়া অমরনাথ যাত্রায়, বজরঙ্গ দলের কর্মীরা সদা তৎপর। মুম্বাইয়ের হনুমান ঢেকড়ীতে ২০টি মুসলমান কন্যাকে শুদ্ধিকরণ করে হিন্দু যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দেয় বজরঙ্গ দলের কর্মীরা। মেরঠে ও ২৫টি কন্যার শুদ্ধিকরণ করে হিন্দু যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। এই বছর বজরঙ্গ দলের স্মারিকা 'প্রত্যাভিজ্ঞা' বিমোচন করেন জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল। শ্রীনগরের জ্যেষ্ঠা মাতা মন্দিরে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। দেশে যেখানে যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, পাহাড়ী ধ্বসে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে বজরঙ্গ দলের কর্মীরা সর্বাগ্রে উপস্থিত হয়ে আর্তের উদ্ধার ও সেবার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ওড়িশার বন্যা এবং দার্জিলিংয়ের ধ্বংসে আর্তগণের সেবায় বজরঙ্গ দল প্রশংসনীয় কাজ করেছে। **পরিষদের বিদেশ** বিভাগের মাধ্যমে বিদেশস্থ হিন্দু জনগণকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার দেওয়ায় কাজ করে চলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আমেরিকার ওহিও তে ২৪, ২৫ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ হিন্দু মন্দির পরিচালক সমিতির সদস্যদের এক সম্মেলনের আয়োজন হয়। এই কার্যক্রমে ১১০ হিন্দু মন্দির সমিতির কার্যকর্ত্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন। ইংলন্ডে নেশনল হিন্দু স্টুডেন্টস ফোরামের ২০ তম বার্ষিক সম্মেলন ১৯, ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় যাতে ৬০০ জন হিন্দু ছাত্র যোগ দেন। অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় হিন্দু যুবক সম্মেলন ১৯, ২০ আগস্টে হয়েছিল। এতে ২৫০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। নিউজিল্যান্ডের রোটোরুয়া শহরে হোলি উৎসব উপলক্ষে ৩০০০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভুত নাগরিক যোগ দেন। অকল্যান্ডে রাখীবন্ধন উপলক্ষে ৮০০ জন ভারতীয় আসেন। থাইল্যান্ডে সার্বজনিক গণেশ উৎসব উপলক্ষে ব্যাংকক ও নখোন নাইক স্থানে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন। জার্মানীতে দীপাবলী এবং শ্রীলঙ্কায় গণেশ উৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়।

২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় সব দেশ হতে হিন্দু প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গতঃ ২০১৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনার ৫০ বছর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষে জেলা, গ্রাম, শহর-মহানগর সমূহে পরিষদের কাজকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্য সকল বিভাগ বিস্তারিত কর্মসূচী নিয়েছে। ❑

কলকাতায় অশোক সিংহলের প্রেস কনফারেন্স

বিদেশ হতে কালো টাকা উদ্ধার। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বেআইনি। চীনের তৈরি পণ্য বয়কট। খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ। হিন্দুর অন্ন ও শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনের আহ্বান।

গত ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (সভাপতির পদ হতে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত) জাতীয় উপদেষ্টা শ্রী অশোক সিংহল কেন্দ্র সরকার কর্তৃক ওবিসি-এর ২৭ শতাংশ কোটা হতে কেটে ৪.৫ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া সংবিধান বিরোধী। সরকার যে কোন উপায়ে গোদী বাঁচানোর জন্য মুসলমান তোষণ করে চলেছে। কারণ সরকারের দরকার মুসলমান ভোটব্যাংক। সদ্য ঘোষিত এই সরকারী নীতির ফলে হিন্দু ওবিসি শ্রেণীর মানুষ শিক্ষা-চাকুরী, ব্যাংক লোন, সরকারী অনুদান হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষস্থানে থাকলেও স্বল্প মেধাবী মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের টপকে যাবে এবং শিক্ষা ও চাকুরীতে অগ্রাধিকার পাবে। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। মুসলিমরা সরকারী আনুকূল্য পেতে পেতে এখন এক সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে দেশে ১৯৪৭ সালের মত বিভাজন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তিনি সরকারকে এই অসংবিধানিক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হতে বিরত থাকার হুসিয়ারী দিয়ে বলেছেন যে যদি সরকার দ্রুত তাদের ঘোষণা ফিরিয়ে না নেয় তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশব্যাপী প্রবল হিন্দু রোটি ও শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন করবে। গণতন্ত্র ও হিন্দু ভাবনার উপর এই আক্রমণের জন্য কেন্দ্র সরকারকে ক্ষমা চাওয়ার কথাও বলেন শ্রী সিংহল। তিনি বলেন ইতিপূর্বে কেন্দ্র সরকার তপসিলি জাতি ও জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সংরক্ষণ কোটায় খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত করেছে যার ফলে তপসিলি ও জনজাতি মানুষদের রুজি-রোজগারে ভাগ বসিয়েছে খৃষ্টানরা। সনিয়া গান্ধী পরিচালিত বর্তমান ইউ.পি.এ. সরকার হিন্দু বিরোধী। তাঁর সৃষ্ট জাতীয় পরামর্শদাতা কমিটিতে যে সকল ব্যক্তি রয়েছেন তারা সবাই বিন্দু বিরোধী এবং মুসলমান-খৃষ্টান-সেকুলারবাদী যাদের লক্ষ্য দেশে হিন্দুত্বের দ্রুত অবসান ঘটান। এইজন্য **NAC**-এর তৈরী সাম্প্রদায়িক ও লক্ষিত হিংসা বিরোধী বিল এনে হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই বিল যাতে আইনে পরিণত না হয় তারজন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে।

চীন সম্পর্কে হুসিয়ারী দিয়ে তিনি বলেন চীন তাদের দেশের তৈরী পণ্য সস্তায় ভারতের বাজারে বিক্রি করছে। ঐ অর্থ চলে যাচ্ছে মাওবাদী, উগ্রপন্থীদের হাতে যারা দেশকে এক চরম বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশবাসীকে তিনি চীনের তৈরী দ্রব্যাদি বয়কট করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন চীন সমগ্র হিমালয় অঞ্চল তাদের বলে দাবী জানাচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে বাঁধ দিয়ে ওরা ভারতের কৃষি, শিল্প ও জনজীবনকে ধ্বংস করতে চাইছে। উত্তর সীমা বরাবর সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ করে তারা পুনরায় ভারত আক্রমণের ষড়যন্ত্রের ছক কষছে। ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানকে তারা অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করছে। দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় চীন প্রভাব বিস্তার করছে যা ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ। দেশবাসীকে সচেতন করে তিনি বলেছেন ১৯৬২ সালে যেমন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইরূপ চীনের বর্তমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়াতে হবে। খুচরা ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ঠেকাতে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশংসা করে শ্রী অশোক সিংহল বলেন যে তিনি যেন এই বিষয়ে তাঁর বিরোধিতায় অটল থাকেন। কারণ খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগ হলে দেশের কৃষক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও কুটীর শিল্প ধ্বংস হবে এবং কোটি কোটি মানুষ বেকার ও বেরোজগারী হয়ে পড়বে। তিনি এফ ডি আই-এর মাধ্যমে বিদেশে জমে থাকা কালো টাকা উদ্ধার করে তা দেশের শিল্প বিকাশের জন্য লাগাবার পরামর্শ দেন।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সিংহল বলেন আসন্ন কয়েকটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লড়াই করবে না বা কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করবে না। তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দল বা প্রার্থী হিন্দু কল্যাণের কাজ করবে পরিষদ তাকে নিসর্ত্ত সমর্থন দেবে। তিনি দেশবাসীকে হিন্দু বিরোধী কোন দল বা প্রার্থীদের ভোট দিতে নিষেধ করেছেন। অপর এক সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সিংহল বলেন রাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণ বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে রয়েছে। ফয়সালা কবে হবে সে সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। তবে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন যে ২০১৪ সালের মধ্যেই মন্দির নির্মাণের পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

We owe our great country sincere services so that it reaches its pinnacle the moral values to guide the humanity.

R. C. BHANDARI

33/2, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA-700020

Stop not till we ensures healthy and happy life to each citizen of our great nation.

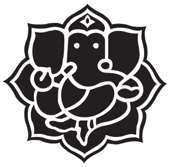

NIKHIL BHANDARI

33/2, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA-700020

Let us build a nation which guides the whole humanity for brotherhood and peace.

SHAILENDRA BHANDARI

33/2, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA-700020

ও বি সি কোটা থেকে ৪.৫ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণ-এর বিরুদ্ধে হিন্দু রোটি ও শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনের ডাক দিল

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

ও বি সি শ্রেণির নির্দিষ্ট সংরক্ষণ কোটার ২৭ শতাংশ হতে ৪.৫ শতাংশ কেটে তা মুসলিম সংরক্ষণের জন্য দেওয়ায় কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি ডা. প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া। তিনি বলেছেন এতদিন ধরে দেশের দরিদ্র অবহেলিত হিন্দু জনসাধারণের সুবিধার্থে তাদের ও বি সি শ্রেণীভুক্ত করে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়ে আসছে। এতে প্রকৃত দরিদ্র হিন্দু তরুণ-তরুণীরা শিক্ষা-চাকুরী-ব্যাংক লোন ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পেয়ে আসছিল। হঠাৎ কেন্দ্র সরকার মুসলমানদের ভোট ব্যাংকের আশায় তাদের তোষণ করার উদ্দেশ্যে ও বি সি কোটা হতে ৪.৫ শতাংশ কেটে মুসলিমদের বাড়তি সংরক্ষণ দিচ্ছে যা সম্পূর্ণ অংসবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক। এই ঘোষণার দ্বারা কেন্দ্র সরকার বহুসংখ্যক হিন্দুদের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিল। এর ফলে ও বি সি শ্রেণীভুক্ত হিন্দু জনগণ শিক্ষা, চাকুরী, ব্যাংক লোন, সরকারী অনুদান, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হবে। কেন্দ্র সরকারের এমন অগণতান্ত্রিক, অংসবিধানিক, বৈষম্যমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশব্যাপী **"হিন্দু রোটি এবং শিক্ষা বাঁচাও"** আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

গত ২৩ শে ডিসেম্বর ২০১১ দিল্লীতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডা. প্রবীণভাই তোগাড়িয়া বলেছেন ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতিতে জেরবার কেন্দ্র সরকার শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মুসলিম তোষণের ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিয়েছে, কারণ মুসলমানদের ভোট ব্যাংক যদি কংগ্রেস পেয়ে যায় তবে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে তাদের কোন সমস্যা হবে না। এই জন্য বৃহত্তর হিন্দু সমাজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তারা একের পর এক সুবিধা মুসলমানদের দিচ্ছে। এদেশের আর্থিক পরিকল্পনাতে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ইতিপূর্বে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। সরকার মুসলমানদের পৃথক সংরক্ষণ নীতি নিয়েছে এবং সেই মোতবেক মুসলিম জনগণ শিক্ষা-চাকুরী ব্যাংকলোন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুবিধাদি পাচ্ছে। এতেও মুসলমানদের তুষ্ট করতে না পেরে সরকার ও বি সি কোটার ২৭ শতাংশ হতে ৪.৫ শতাংশ কেটে মুসলমানদের দিচ্ছে।

এই সরকার সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের কথা না ভেবে কেবল গোদী বাঁচানর জন্য সংখ্যালঘুদের তোষণ করে চলেছে এবং বৃহৎ হিন্দু সমাজ যারা এই দেশের প্রকৃত ভুমিপুত্র তাদের মধ্যে বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে চলেছে।

এই সরকার ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে মুসলিম ও খৃষ্টানদের তুষ্ট করা জন্য ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক সংরক্ষণ দিচ্ছে।

অন্যদিকে হিন্দু অনসুচিত জনজাতিদের দারিদ্রের কথা ভেবে সরকার তাদের যে সংরক্ষণ দিয়ে আসছিল তাতে খৃষ্টানদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। ফলে হিন্দু অনসুচিত জনজাতি মানুষেরা শিক্ষা-চাকুরী ঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্র হতে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এই সরকার সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের কথা না ভেবে কেবল গোদী বাঁচানর জন্য সংখ্যালঘুদের তোষণ করে চলেছে এবং বৃহৎ হিন্দু সমাজ যারা এই দেশের প্রকৃত ভুমিপুত্র তাদের মধ্যে বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে চলেছে। ডা. তোগাড়িয়া বলেছেন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ সংবিধান বিরোধী। অথচ এই সরকার ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে মুসলিম ও খৃষ্টানদের তুষ্ট করা জন্য ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক সংরক্ষণ দিচ্ছে। বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার এবং বিচার পতি মিশ্রের মনগড়া ত্রুটিপূর্ণ রিপোর্টের ভিত্তি করে কেন্দ্র সরকার এবং কয়েকটি রাজ্য সরকার এমন বেপরোয়া নীতি নিচ্ছে যার ফলে দেশের ঐক্য ও শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। অবিলম্বে ঐসব ভিত্তিহীন রিপোর্ট ছুঁড়ে ফেলা উচিত।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ডা. প্রবীণভাই-র আহ্বান কেন্দ্রীয় সরকারের এমন অগণতান্ত্রিক, অসংবিধানিক, বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে **হিন্দু রোটি এবং শিক্ষা বাঁচাও** আন্দোলনে যোগ দিন। নতুবা হিন্দুদের উপর যে সব আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ আসছে তার ফলে দেশে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে পড়বেন। ❑

On Our 25th birthday,
we have got some fabulous gifts....

It's still a few months away before we blow the candles and cut the cake.
But the gifts have started pouring in nevertheless.
Gifts, that are a result of our continued commitment and hardwork, overwhelming us with pride, recognition and jubilation.

As we enter our 25th year, here's thanking everyone for endowing us with such exciting surprise and wishing that there will be many more to come.

CENTURYPLY®

POWER BRAND

রাশিয়ায় গীতাকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল

সম্প্রতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে কেন্দ্র করে খৃষ্টান গির্জার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু অতি অর্বাচীন, দুষ্কৃতিরা গীতাকে রাশিয়ায় নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি মামলা এনেছিল। রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার টোমস্ক শহরের একটি আদালতে এই মামলা আনা হয়েছিল। মামলাকারীদের বক্তব্য এই যে, গীতাকে রাশিয়ায় প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে, কারণ, গীতা সন্ত্রাসবাদে নাকি উসকানি দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদে উসকানি দেওয়ার মত নাকি উত্তেজক কথাবার্ত্তা গীতার মধ্যে রয়েছে, তাতে সমাজের মধ্যে অশান্তি ছড়াতে পারে। অতএব গীতাকে নিষিদ্ধ করা হোক্—এই আরজি জানিয়ে মামলা করেছে দুষ্কৃতিরা। তাদের মতে, শুধু সাইবেরিয়ায় নয়, রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানেও গীতা-বিরোধী মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এই বিবাদ-বিতর্ক শুরু হয়েছে ইসকন্ (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) এর প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ অভয়াচরণ দের লেখা গীতার রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ নিয়ে। এর প্রতিবাদে ইসকনের পক্ষ থেকে একটি পিটিশন দাখিল করে আদালত যাতে গীতার উপর তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে তার প্রার্থনা জানানো হয়।

এই সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছলে ভারতের পার্লামেন্ট (লোকসভা)-র সদস্যরা এই গীতা নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সোচ্চার হয়ে হৈ চৈ শুরু করে দেন। তাঁরা দাবী করেন, রাশিয়ায় বসবাসকারী ১৫০০০ হিন্দুদের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া উচিত যে, বিশ্বের এই মহান্ ধর্মগ্রন্থটি আদৌ নিষিদ্ধ করা চলবে না। এই বিষয়ে রাশিয়া সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। জিরো আওয়ারে এই বিষয়টি লোকসভায় প্রথম উত্থাপন করেন বিজু জনতা দলের এম পি ভর্ত্তৃহরি মহতাব, তিনি বলেন, ইসকনের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ, টোমস্ক আদালত ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সব ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য টোমস্ক ষ্টেট ইউনিভার্সিটির কাছে পাঠিয়েছে। ভারত সরকার দিল্লির রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তার উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। রাশিয়ার সরকারও ভারতবিদ্যা জ্ঞানসম্পন্ন কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতামত নিয়েছেন। তাঁদের মতামতও আদালত চেয়ে পাঠিয়েছেন। আদালত সেগুলি বিবেচনা করেছেন।

শেষমেস গত ২৮শে ডিসেম্বর (২০১১) টোমস্ক আদালত তার চূড়ান্ত রায় দিয়ে গীতা নিষিদ্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আদালত টোমস্কের ও রাশিয়ার ভারত-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শুনেছেন। এঁরা সকলেই গীতা নিষিদ্ধ করার মামলাকে বাতিল করার পক্ষে অভিমত জানিয়েছেন। শুধুমাত্র অনুবাদের উপর ভিত্তি করে কোনও মহান্ ধর্মগ্রন্থকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই উঠে না।

সংবাদে প্রকাশ, কিছু কিছু খৃষ্টান গির্জার পক্ষ থেকে গীতা চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদী প্রচার করে সমগ্র গীতার প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী লোককে দিয়ে এই মামলা করা হয়েছে। যারা এই মামলা করেছে, তারা সংস্কৃত ভাষা জানেই না, সংস্কৃত ভাষার ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তাদের গীতার মত বিশ্বের একটি মহান্ ধর্মগ্রন্থকে সঠিকভাবে বুঝবার মত কোন ক্ষমতাই নেই। সেই গির্জাগুলি ইসকনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ইসকনের প্রভাব খর্ব করার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছে।

গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ উদ্ধারস্থানে সর্বোচ্চ স্তূপ

বি স কে, কলকাতা।। গুজরাটে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৌদ্ধ স্তূপ। আমেদাবাদ-দিল্লি জাতীয় সড়কের কাছে শ্যামলজী মন্দির থেকে মাত্র ২ কিমি দূরে গড়ে উঠছে ৩৫১ ফুট উঁচু স্তূপ। এখানে ১৫১ ফুট উঁচু বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত হবে। একশো একর জমিতে গড়ে উঠবে এই স্তূপ। এজন্য খরচ হবে এক হাজার কোটি টাকা। এখানে ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ উদ্ধার হওয়ায় গুজরাট সরকার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ১৯৫৭ সালে ভাদোদরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গবেষক বি সুব্বারাও ওই দেহাবশেষ উদ্ধার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ভি এইচ সোনাওয়ালে জানিয়েছেন, সোনার পাতে মোড়া যে বাক্সে দেহাবশেষ উদ্ধার হয় তাতে বুদ্ধদেবের দেবাবশেষ বলে লেখা আছে। ফলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

With Best Compliments From :

Priya
BISCUITS

PRIYA FOOD PRODUCTS LTD.

Office **:** 224, A. J. C. Bose Road, 6th Floor, Kolkata-700017 (India)
Phone : 2287-8640/2287-7927/9020
Fax : 033-2287-9793

Works **:** S. M. Bose Road, Agarpara, 24 Parganas (N)
Phone : 2553-2384/4264, Fax : 033-2553-0251
E-mail : nkmurarka@rediffmail.com
Website : www.priyabiscuits.com

With Best Compliments From :

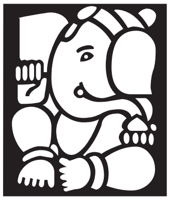

SHRI BHIM SEN AGARWAL

With Best Compliments From :

JAI SHREE GANESH — JAI MATA DI
COMPUTER MEDIA®
SHOWROOM WITH EVERYTHING RELATED TO COMPUTER TECHNOLOGY

KAMESH GUPTA
Proprietor

14/2, Old China Bazar Street,
(Behind Brabourne Road Metro Site)
Bikham Chand Market, Ground Floor,
Room No. 75, Kolkata-700001
Ph. : 2210-1024/1025/8307, 2231-8782
Mobile : 98316 17687, Fax : 2242-8938
Website : www.computermediaindia.net
E-mail : guptakolkata@rediffmail.com
Laptop, Computer & Consumables, Hardware,
Peripheral Reparing & Reffiling
Authorised Dealer of More Than 100 Multinational Brand

তাম্রলিপ্ত জেলায় শৌর্য দিবস পালন

৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল। অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রামজন্মভূমি মন্দির ধূলিস্যাৎ করে অত্যাচারী হিন্দু বিদ্বেষী বাদশাহ বাবর ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিল। বিজিত জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে পারলে মোঘল শাসন ভারতে দীর্ঘস্থায়ী হবে এই ভাবনা নিয়ে বাবর হিন্দুত্বের প্রতীক স্বরূপ ঐ মন্দিরকে ধ্বংস করেছিল এবং ধ্বংসস্তূপের উপরে মসজিদের অদলে একটি ধাঁচা তৈরি করেছিল যা বাবরী মসজিদ নামে পরিচিত হয়ে আসছিল। ঐ মসজিদে মুসলমানেরা কখনো নামাজ পড়েনি। কারণ ঐ ধাঁচাটি মসজিদ হিসেবে মুসলমান সমাজের কাছে সমাদৃত ছিল না। বাবরি মসজিদ নিয়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রায় পাঁচ'শ বছর সংগ্রাম চলেছে। কখনো হিন্দুরা পুনর্দখল করছে আবার কখনো মুসলমানেরা দখল করেছে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে ঐ স্থলে পুনরায় মসজিদের অদলে ধাঁচা নির্মিত হয়।

আদালতের নির্দেশে ১৯৮৪ সালে রামজন্মভূমি মন্দিরের তালা খোলার পর রামজন্মভূমির উদ্ধার আন্দোলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সর্বশক্তি নিয়ে নেমে পড়ে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ধ্বংস করে সেইস্থলে অস্থায়ী রামমন্দির নির্মাণ করা হয়। আজও ঐ মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চনা চলে আসছে।

পরাধীনতার চিহ্ন সরিয়ে সংগঠিত হিন্দু শক্তি যেভাবে রামমন্দির উদ্ধার করল ইতিহাসে তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতির হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐ দিনটিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ শৌর্য দিবস হিসেবে পালন করে।

ঐতিহাসিক সেই দিনটির কথা স্মরণ করে সুতাহাটা থানার রানীচকে শৌর্য দিবস পালন করল তাম্রলিপ্ত জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বাবরি ধাঁচা ভাঙ্গার সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রী নারায়ণ চন্দ্র পাণ্ডা এবং শ্রী আদিত্য খাঁড়া নামে দুজন অকুতোভয় সাহসী যুবক। শ্রী খাঁড়া এখন তাম্রলিপ্ত জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংযোজক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী স্বপন কুমার রায়। জেলা সম্পাদক রূপনারায়ণ মাজী উপরোক্ত দুই যোদ্ধাকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নানান অনুষ্ঠান চলে। এই উপলক্ষে জেলার বহু তরুণ ও প্রতিষ্ঠিত মানুষের সমাগম হয়। শ্রোতারা সকলে রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের সংকল্প নেন এবং পরে মধ্যাহ্নের ভোজন গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীগীতা জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ

বর্ধমান জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিদের উদ্যোগে নলপুরে বিশিষ্ট ভক্ত ও যোগশিক্ষক শ্রী সুনীল চৌধুরীর গৃহ প্রাঙ্গণে গত ১০ই ডিসেম্বর ২০১১ গীতা জয়ন্তী ও বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ৫১১৩ বছর আগে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীর দিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার অমৃতময় বাণী শুনিয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ভাস্করানন্দ, তপেশ্বরী কালীবাড়ি তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক মণ্ডলীর সদস্য স্বামী তেজসানন্দ গিরি, বারাসতের শঙ্কর মঠ ও মিশনের স্বামী সঞ্জীবানন্দ মহারাজ, নারায়ণ চন্দ্র পাল, দেশবন্ধু বোস, সতীনাথ নন্দী, অশোক কুমার চ্যাটার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট সাধু মহারাজ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি গীতা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। স্বামী তেজসানন্দ বলেন গীতা এমন একটি কালজয়ী গ্রন্থ যা মানুষকে স্বীয় কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে জীবনকে বাস্তবমুখী ও আনন্দময় করে তোলে। গীতার প্রশিক্ষক সুনীল চৌধুরী বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণ এবং অন্যায় ও দুষ্কৃতি সমূহকে বিনাশ করার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তাঁর প্রতি গভীর আস্থা-ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করে নির্বিকার চিত্তে নিরহংকার হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সকলকে দেশ ও সমাজের সেবায় কাজ করতে হবে। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ' শ্রীকৃষ্ণের অমোঘবাণী স্মরণ করিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক ডাঃ চিন্ময় দত্ত বলেন বিরোধীদের অপপ্রচার হতে দূরে থেকে সনাতন হিন্দু ধর্ম দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখাই আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য। প্রধান পুরোহিত স্বামী সঞ্জীবানন্দ মধুর সঙ্গীতময় গীতামন্ত্র উচ্চারণ করেন। সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত চলা এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে শতাধিক ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সতীনাথ নন্দী মহাশয় সুভাষিত পাঠ করেন এবং বাদল চন্দ্র নন্দী, শ্রীমতী শেফালী বিশ্বাস ও শ্রীমতী নমিতা বর্মা শান্তিযজ্ঞে সহযোগিতা করেন।

With best compliments from :

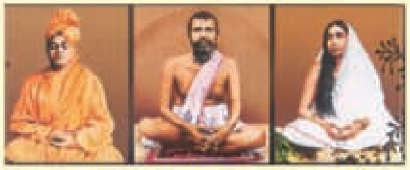

Invitation and Golden Opportunities to Visit Mother 'Saradamayee's, Thakur 'Sree Ramakrishna Dev' and Swami 'Vivekananda's Land'

HURRY UP ! LIMITED SEATS - FIRST COME FIRST SERVE BASIS

SATYANARAYAN ACADEMY

A unique Residential, Co-Educational Higher Secondary English Medium School

Founder President

Affiliated with C.B.S.E Vide No. 2430061, Since 2000
A Registered Society Under West Bengal Society Registration Act., XXVI, 1961)
N.G.O. Registration No. S/78361 of 94-95
(An Organisation for Development of Education, Integrated Rural Welfare and Development of Society)

Village : Ramkrishna Nagar, Shibrampur, P.O.-Narrah
P.S. & Dist : Bankura-722155, W.B., India

Secretary

Country People, Non-resident Indian (NRIs) and Foreigners can avail the privilege to stay in the Rural Bengal (Sonar Bangla) for a period of 7 (seven) days in a year by becoming a Life Member.

You can accept our hospitality in our Guest House situated in the rural pollution free atmosphere amidst the small and young children.

- *Life Membership Fees is only Rs. 10,000/- or $250 for couples. Children will be charged separately.*
- *All other facilities for Tour all-over India are available with responsibilities and in accordance with your programme.*
- *Donations are accepted on satisfaction of our services.*

Affix a recent Passport Size Photograph with cross signature In Black Pen.
(Husband)

Donate $ 250 and be LIFE MEMBER

Affix a recent Passport Size Photograph with cross signature In Black Pen.
(Wife)

LIFE MEMBERSHIP FORM FOR COUPLE

1. Name of the Member : ....
2. Spouse's Name : ....
3. Date of Birth of the Member : Husband .... Wife ....
4. Children's Names and Date of Birth with address and Photograph with details in separate sheets to be attached :
4. Address : ....
   ....
   E-mail : .... Phone No. ....
5. Qualification : Husband .... Wife ....
6. Details of yearly earning by employment / profession and mention in details :
   Husband : ....
   Wife : ....
7. Address of India : ....
   ....
8. Parent's name of the Member and Spouse in details with address :
   ....
   ....

Remit money as Donation to our FCRA No. 147120838 (Educational) United Bank of India Account No. C/A11918, High Court Branch, B.B.D. Bag, Kolkata-700001, W.B., India.

Date .... Signature (Husband) Signature (Wife)

School Campus
Ramkrishna Nagar
Shibarampur,
Narrah, Bankura-722155
Ph. : (03242) 264265/264252

Registered Office
7B, Kiron Shankar Ray Road,
4th Floor, Kolkata-700001
Ph. : (033) 2243-7385

Branch Office
Baisakhi Bhavan, Machantola
Bankura-722101
Ph. : (03242) 250348

Website
www.satyanarayanacademy.com

E-mail
sn_datta@yahoo.co.in
info@satyanarayanacademy.com

Mobile :
9434003971 / 973263785

Post Regd. No. KOLRMS/98/2010-12
Regd. No. 30136/77

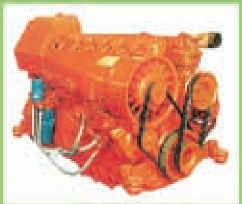

With Best Compliments From :

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

225D, A. J. C. BOSE ROAD.
KOLKATA - 700 020

Phone : 033-2287-9813
2302-5250
2302-5253
2302-5254

Fax : 033-2281-2509
033-2287-6329

e-mail : peivik@vsnl.net
scdtodi@scdtodi.com

AUTHORISED DEALERS OF

- BOSCH LIMITED
- Bosch - Germany (Robert Bosch GMBH)
- Navantia, S.A. - Spain (Formerly IZAR)
- Deutz AG, Germany
- Lombardini S.r.l. - Italy
- VM Motori SPA - Italy

BOSCH MICO LOMBARDINI DEUTZ VM MOTORI

সম্পাদক ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন গিরি কর্তৃক ৩৩, ভুপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত